গোলাম কুদ্দুস

৭ ওয়েষ্ট রো, কলিকাতা—১৭

প্রথম মুদ্রণ — মাঘ ১৩৫৭

প্রকাশক
নরেন মল্লিক
সাধারণ পাবলিশার্স
৭, ওয়েষ্ট রো, কলিকাতা ১৭

মুদ্রাকর
সুবোধচন্দ্র মণ্ডল
কল্পনা প্রেস
৯, শিবনারায়ণ দাস লেন
কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদপট ও বর্ণলিপি
নরেন মল্লিক

ব্লক নির্মাণ
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এন্‌গ্রেভিং কোং
১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৯

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ
বেঙ্গল অটোটাইপ কোং

বাঁধাই
দীননাথ বুক বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্‌
৬৪, বৈঠকখানা রোড
কলিকাতা

দাম — দেড় টাকা

অধ্যাপক সুশোভন সরকার

করকমলেষু

গ্রন্থ

মন বাঁধা ছিল গ্রন্থের পাতায়,
দিনরাত্রি কোথা দিয়ে যায়
গ্রন্থকীট তার খোঁজ পেতাম না।
অলস মনের জল্পনা কল্পন।
ছুঁয়ে যেত দেশবিদেশের আকাশ বাতাস,
মিশরের পীরামিডে শুনি কালান্তের দীর্ঘশ্বাস,
গ্রীক ট্র্যাজেডির মোড়ে মোড়ে
মৌচাকের মাছির মত মন শুধু ঘোরে,
মহেঞ্জোদারোর সেই আশ্চয নর্দমা
কল্পনার উদ্দাম প্রবাহে তিলোত্তমা,
এ দেশের ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম,
ও দেশের রোমীয় আরাম,
মধ্যযুগীয় সাধুদের চুলচেরা তর্ক অবিশ্রাম,
তারপর রেণেসাঁর আশ্চয ইটালা
দিকে দিকে নবোদ্ভিন্ন জীবনের অপূর্ব মিতালী!
এলিজাবেথীয় সব নাট্যকার,
রুশো ভলটেয়ার,
শেলী কীট্স নজরুল রবীন্দ্রনাথ
এই নিয়ে কেটে যায় একজন তরুণের জীবন প্রভাত!

দর্শনে সঙ্গীতে কাব্যে কল্পনা রঙীন,
তুলোর মতন হাল্কা উড়ে যায় দিন!

অথচ বিদ্যার এ অলস মূর্তিতে
সহজেই ক্লান্তি আসে মননের স্ফূর্তিতে।
কিন্তু মৌলভী মোল্লারা চুপচাপ!
নাছারা বিদ্যায় আর নেই কোন পাপ!
ভেসে চলা আকাশ-কুসুমকে নামাবে কে?
পক্ষীরাজকে থামাবে কে?
সমাজের জোর তো ভারি
খাস তালুকে বসত করি
আমি কার কী ধার ধারি?
গড়ের মাঠে যাও,
হাওয়া খাও,
হলিউডে হোক মন উধাও,
পথে কোন বিদেশী মেয়ে সন্ধ্যায়
উদ্ধত বুক ফুলিয়ে বসন্তের ঢেউ জাগিয়ে যায়,
কিম্বা কোন তরুণী যে কোন দিকেই চায় না,
নিজেকেই যে দেখে শুধু মাঝে মাঝে বের ক'রে আয়না,
হাজার হেরেমের স্বপ্ন জেগে ওঠে
তাদের রুজ মাখা স্নায়বিক ঠোঁটে!
ফুটপাতের আশেপাশে ইতস্তত বইপত্র সাজানো,
তার প্রতি পাতায় সস্তা সেক্সের আবেশ মাখানো,
আর কোনো নগ্ন যুবতীর ছবির পাশে বাটার জুতোর
বিজ্ঞাপন!

ছিন্নদল বিশৃঙ্খল এ জীবন
সুশৃঙ্খল পুস্তকের পাতা হ'তে মাঝে মাঝে চোখ তুলে দেখি!
এই মিথ্যা এই মেকি
পুস্তকের লক্ষ লক্ষ ছত্রে ঘুম পাড়ে।
সবুজ ফসল সেথা অনাহত বাড়ে,
মানুষ সেখানে ঈপ্সিত আশ্বাসে
সম্মুখে এগিয়ে যায় নিশ্চিত বিশ্বাসে।
কিন্তু এখানে গড়ের মাঠে কেউ চলে কেউ থামে,
কেউ আকাশে ওড়ে কেউ পাতালে নামে,
তার মধ্যে এক যুবক চোখে বিদ্যুৎ আনে—
এ সবের কী মানে
এই ব্ল্যাকআউটের রাত্রি,
বাসভরা অফুরন্ত যাত্রী,
হঠাৎ মেট্রোর সামনে থম্‌কে দাঁড়ানো
শূন্য মস্তিষ্কে নিঃশব্দে পকেটে হাত বাড়ানো
ফুটপাতের দোকানে সিগারেট কিনতে?
এ অবস্থায় কে পারে চিনতে
উদ্দাম গতির মধ্যে স্তব্ধ যুবককে?
কোন রঙ তার ত্বকে?
সে কি নিগ্রো কাফ্রি ইউরোপীয়ান কিম্বা আমেরিকান?
অথবা হিন্দু কি মুসলমান?
কী সে?
হঠাৎ ভাবনা হারায় দিশে!
মুখে যার চুরুট,

বুকে যার হলিউড,
মনে যার হাজার বায়বীয় ভাবনার মিছিল,
মস্তিষ্কে যার এলোমেলো চিন্তা করে কিলবিল,
ব্ল্যাকআউটের অন্ধকারে
বিদেশী সিনেমা কোম্পানীর ধারে
কে তারে চিনতে পারে ?
অথচ চির অচেনার মিছিলে
চির অজানার নিখিলে
পারে না সে মেশাতে আপনাকে !
শুধু অলস কল্পনার স্রোত তার জীবনের বাঁকে বাঁকে,
আর কেতাবের ক্লীষ্ট কীট তার মগজের ফাঁকে ফাঁকে !

তারপর এলো তারা হাজারে হাজারে,
এলো তারা শহরের আলোকিত অন্ধকারে !
এলো তারা হাওড়ায়, শিয়ালদায়, পথে, মাঠে, ঘাটে, ফুটপাতে !
কেউ আসে আর কেউ মাঝ রাস্তাতে
নিরুপায় জীবনকে ফাঁকি দিয়ে যায়।
এ কোন দন্তহীন পরিশ্রান্ত পঙ্গপাল, হায়,
ফসলের মাঠ ছেড়ে এলো এই কঠিন শহরে,
এ কোন্ নিষ্পাপ শিশুর মাথার উপরে
আল্লার গজব—
মা একটু ভাত দাও, মা একটু ফ্যান দাও সকরুণ রব।
সারারাত কণ্ট্রোলের দোকানের সামনে স্তূপীকৃত শব,
ঠিক কসাইখানার কাটা জানোয়ারের স্তূপ !
হঠাৎ কোনো রাত্রে আল্লা যখন বিরূপ

তখন পথচারী লরী কি মিলিটারী মোটর
হঠাৎ ছুটে আসে স্তূপের উপর ;
তারপর দ'লে ম'লে ল্যাম্পপোষ্ট উল্‌টিয়ে
ফুটপাতে দেয় ছুট,
অপরূপ, অতি অপরূপ !
ছেঁড়া-কল্‌জে ভাঙা-বুকে আমেরীর শাসন অটুট।
তারপর ম্যালেরিয়া, মহামারী,
চারিদিকে সকরুণ আহাজারি,
পথে পথে কবরের সারি !
হাড়ে হাড়ে নিশ্বাসে প্রশ্বাসে
আজরাইল হাসে,
মাঠে মাঠে পাকা ধান ঝরে,
মা-জননী দেহের বেসাতি করে,
বোন সখিনা কবরের কাফন তুলে নিয়ে
ইজ্জত বাঁচিয়ে
অবশেষে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে,
অথবা যৌবনের ভার নিয়ে অন্ধকার জীবনের বন্ধ পথ ধরে।

ইতিমধ্যে শ্বেতবর্ণ মন্ত্রীমুখে শুনি হুঙ্কার—
ব্রিটিশ রাজ্যের আমি খাস ইজারাদার !
অন্য দিকে সীমান্তের পাশে
পীতবর্ণ সৈনিকেরা হাসে।
আর মাঝখানে ভাগাড়ের মড়া নিয়ে কাড়াকাড়ি,
ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি।
ইতিমধ্যে ইয়াসিন আর কেনারামের দোকানে

লক্ষ লক্ষ মণ চাল নামে,
তারপর কোথায় শূন্যে মিলিয়ে যায় বাতাসে!
ইয়াসিন-কেনারাম দাঁত বার করে হাসে।

দুরন্ত দুর্বার ঝড়ে
বুঝি ফেটে পড়ে
হৃৎপিণ্ড দেশ জননীর!
আয়ু শেষ, ছিন্ন ভিন্ন নীড়!
মা-জননী স্বপ্ন দেখে রাত্রি দিন—
আকাশ থেকে ঝুর ঝুর ঝরে
চাল আর কুইনিন!

হঠাৎ এ অবস্থাতেও শুনি
বলে কোন কোন জন,
আল্লা যা করে ভালোর জন্যই করে!
পাপের ভরা পূর্ণ হলে খোদার গজব পড়ে!
আমি ভাবি, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে!

যাঁরা একটু বুদ্ধিমান
তাঁরা বলেন, রেখে দাও তোমার সাম্যের বয়ান,
হাতের পাঁচ আঙুল কি সমান?
আমি ভাবি, পাঁচ আঙুলেই কুষ্ঠের সম্মান!

যাঁরা আরো বুদ্ধিমান
তাঁরা বলেন, নেকপরস্ত ভাবে করো দিন গুজরাণ,
বেহেস্তে গিয়ে পাবে—হুর পরী গেলেমান!

সেখানে তো নেই এই পেরেশানি, আর এই অদ্ভুত আকাল।
আমি ভাবি, হায়রে ভবিষ্যতের গোলগাল রক্তিম মাকাল!

হাদিস-তফসির-ফেকায় দুরন্ত জবান
কেউ বলে, ভাই ভাই সব মুসলমান!
জাকাতের বরকতে সামাজিক ডাকাতির শেষ,
আর শোনো নি হজরত ওমর ছিল কত বড় ত্যাগী, দরবেশ?
পড় নি বাগদাদের বাদসা হারুনুর রশিদের কাহিনী?
শাহানশাহ নাসিরুদ্দীনের জীবনী?

হায়, বুলিসর্বস্ব টুলিপরা বিদ্যাবিশারদ!
আমিও একদিন বস্তাপচা কেতাবের মদ
আকণ্ঠ করেছিলাম পান,
ভেবেছিলাম, যদি কেউ হয় সত্যিকারের মুসলমান
সামাজিক সমস্যা হয়ত মিটে যায়!
অনন্ত অমাবস্যা হয়ত কেটে যায়!
কিন্তু তেরশ' বছরেও সমস্যা মেটে না,
তার জন্য মানুষ এবং সমাজ এবং ধর্ম কার কতটা দেনা
ঐ কঠিন তর্কের বিচারে
কে জেতে কে হারে
জিজ্ঞাস্য তো সেই!

আপাততঃ পুরানো কেতাবী বুলির নেশা কাটে যেই
অমনি দেখি জীবনের জ্যান্ত গ্রন্থটাকে,
যার প্রতি পাতার ফাঁকে ফাঁকে

বিরাট বিচিত্র দ্বন্দ্ব !
জটিল জীবনের কুটিল নিবন্ধ !
মনে করো, তুমি কোনো এক তরীতে উঠেছ,
কোনো এক দূর দেশে গেছ,
যেখানে মানুষ চাঁদের দিকেও তাকায় !
শিশুকে বুকে চাপে, মুখে আঁকে চুম্বনের দাগ,
অভিষ্ট রাত্রির বুকে রেখে যায় গাঢ় ঘন অস্ফুট সোহাগ,
আর সকালে বাঁশ বনের পার হ'তে উঠে আসে শান্ত সূর্য,
কোমল আলোর মাধুর্য
ছড়িয়ে পড়ে আশেপাশে, ঘাসে, মুখে, বুকে,
অসীম আহ্লাদে অসীম কৌতুকে !
কিন্তু এ-দিকে কোনো কোনো রিলিফ কমিটির সেক্রেটারী সাহেব
রিলিফের কাজের ফাঁকে ফাঁকে
সংসারটা দিব্যি গুছিয়ে রাখে,
আর কোনো দিব্যজ্ঞানী বিজ্ঞ মোসাহেব
যুদ্ধের কণ্ট্রাক্‌টারীতে লাল হয়ে যান্ ।
অতএব অনেক যুবতী কন্যার আব্বাজান
যাঁরা আগে ডেপুটি জামাই খুঁজে লবেজান
তাঁরা এবার কনট্রাকটারই চান !
কোনো কোনো গলদঘর্ম
সমাজ সেবকের একমাত্র মহান কর্ম
সরকারী চাকুরীয়াদের এখান থেকে সেখানে সরানো,
এ-জায়গা থেকে সে-জায়গায় ট্রান্সফার করানো !
অথবা কেউ কেউ দেখে দেখে সমাজের এ দুঃস্থ চেহারা
ভেবে দিশেহারা,

অতঃপর তালতলার পীরসাহেবের কাছে আসেন,
ঘরে ফিরে স্ত্রী পুত্রকে জন্তুর মত ভালবাসেন,
আর গদ্‌গদ্ হৃদয়ে শোনেন ইসলামী গান,
কিম্বা বিকালে সব কাজ ফেলে
মোহামেডান স্পোর্টিংয়ের খেলা দেখতে যান্ !

গুণ-ছেঁড়া ধনুকের মত জীবন উদ্দীপ্ত আবেগে কেঁপে ওঠে,
পলাতক বসন্তের পলাশবনে আগুনের ফুল ফোটে,
জীবনগ্রন্থের ছত্রে ছত্রে ফোটে আগুনের অক্ষর,
পড়ে বিদ্রোহের স্বাক্ষর !

ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে পড়ি,
আকাশের দিকে মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে ধরি,
চালের কাতারে, ফুটপাতের ধারে,
কারখানার দুয়ারে
নতুন জীবনকে খুঁজি !
পচা বস্তি গলিঘুঁজি
আমার জীবনে উন্মুক্ত দিনের ঠিকানা আনে,
চির পরিচিতের দল কোথায় মিলিয়ে যায়,
কত অজানা কত অচেনা ভীড় করে,
ঘুণ ধরা বসুন্ধরায় চীড় ধরে !

অকস্মাৎ অন্তরের অপূর্ণ বাসনা
কেন যে জাগিয়া ওঠে, কেন যে চেতনা
অশান্ত আশায় মেলে দিগন্তপ্রসারী উর্ধ্ব ফণা।
অতঃপর তীব্র বিষ ঝরে পড়ে মোর মৃত্তিকায়,
চারিপাশে নবোদ্গত অঙ্কুরেরা কখন শুকিয়ে মরে যায়।

দুরন্ত দুর্বার আশা জাগে মর্মকোষে,
দুর্বিনীত সাধগুলো গর্জে ওঠে বিপুল আক্রোশে।
অসহ্য কেবল এই অসীম বিস্তার,
মনোরথ শেষ হোক আজ শুধু ফুল ফোটাবার—
শুধু ক'টি ফল ফলাবার!
সমতল দেহের গৌরব
সাম্যের আপনহারা মহা অনুভব
কোনো সুখ জাগায় না প্রাণে,
চক্ষু আজ জানে—
বহু প্রান্তরের সাথে দিগন্তে যেখানে
সারা দেহ আকাশের স্নেহস্পর্শ পায়,
স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর তো চরিতার্থতায়

সেখানে জ্বলে না কোন জ্যোতিষ্কমণ্ডলে।
স্পর্দ্ধিত প্রাণের আশা ঘুরে শুধু মরে শূন্যতলে।

তাই আজ উত্তুঙ্গ শৃঙ্গের স্বপ্ন জাগে,
তাই আজ সারা চিত্তে উন্মত্ত আশার দোলা লাগে,
নভোস্পর্শী পর্বতের সৃজন নেশায়,
হিমালয় গৌরীশৃঙ্গে আমাকে যে বারবার ডেকে ডেকে যায়!
সমতল তরঙ্গিত হবে শুধু শিখরে শিখরে,
সাধারণ আমিত্বের জন্ম হবে গভীর অন্তরে
সমস্ত ছাড়িয়ে এক অসাধারণের মধ্যখানে!
সূর্যের প্রথম আলো পড়িবে সেখানে,
আকৃষ্ট সমস্ত দৃষ্টি, বিলুপ্ত সমস্ত অন্তরাল,
আয়ু—দীর্ঘ পরমায়ু, কাল—মহাকাল!

অসংখ্য বৎসর অপগত,
বাসনা অলস স্বপ্নে মিশে যায় প্রত্যহ নিয়ত।

অকস্মাৎ একদিন বক্ষে দোলা লাগে,
আমার ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ভূমিকম্প জাগে,
মৃত্তিকার মর্ম বিদারিয়া
পুঞ্জীভূত ধ্বংস জ্বালা কাঁপিয়া কাঁপিয়া
অন্তরীক্ষে ছোটে,
চতুর্দিকে ক্রুদ্ধ ক্ষিপ্ত ধূম্রের বিষাক্ত পুষ্প ফোটে।

চেতনা ফেরার পরে চাহিলাম আপনার দিকে,
দেখিলাম ভূ-কম্পের দুরন্ত হিড়িকে

গিরি হ'য়ে জন্মিয়াছি নব রূপান্তরে,
সমস্ত শরীরখানা গিরি হ'য়ে উঠেছে অম্বরে!
রাত্রিশেষ, শুকতারা দিগন্তে বিলীন,
পাদমূলে বসুন্ধরা তরল তিমিরে তন্দ্রাহীন,
ভোরের আলোক শুধু পড়িয়াছে আমার শিখরে,
মৃত্যুহীন জীবনের আশীর্বাদ ঝরে লীলাভরে!

তবু কিছুদিন পরে দ্বন্দ্ব জাগে মনে,
লাগে না লাগে না ভালো আকাশ-প্রাঙ্গণে
স্বাতন্ত্রের গুরুভার বহিতে একাকী।
আমার সমগ্র দেহ ঢাকি
ঝরিতেছে নিঃসঙ্গের শীতল তুষার,
বহিতেছে চারিদিকে নিষ্ঠুর দুর্বার
ক্ষুব্ধ ঝঞ্ঝাবায়ু,
মত্ত কোন্ নক্ষত্রের ছিন্নভিন্ন স্নায়ু!

বিরহ উঠিল জেগে অন্তরে অন্তরে,
লক্ষ লক্ষ হাতছানি উচ্ছল প্রান্তরে!
পুনর্বার ভূমিকম্প প্রলয়ের বাঁশী
বাজাক আমার দেহে আসি!
কঠিন প্রস্তর যত চূর্ণ হোক আবর্তনে দুলি',
শিখর শতধা হোক, হোক তুচ্ছ ধূলি,
উর্বর ধরিত্রী বক্ষে মিলাইয়া যাক,
প্রান্তরে প্রান্তর বুক মিশাইয়া থাক!

সোনার চাঁদ ছেলে সব

যাদের স্বার্থের স্বপ্নে বক্ষে এত দুঃসাহস আনি
তারা সব জরাগ্রস্থ খণ্ডিত ভয়ার্ত স্তব্ধ প্রাণী,
ভগ্ন-অংশ মনুষ্যত্ব ! বুকে হিংসা, বুকে নেই বুক ;
চোখে ক্ষুধা, চোখে নেই চোখ ; এ দুর্ভিক্ষে বায়ুভুক,
তবু তার ফণা কই ? দংশনের বিষভরা দাঁত ?
শীতের সাপেরা যেন কুণ্ডলী পাকিয়ে দিনরাত
সরু গর্তে অন্ধকারে নিদ্রা যায় উত্তপ্ত বৈশাখে,
জীবন জড়ায়ে যায় স্রোতহীন কর্দমাক্ত পাঁকে।

এই দেশে, এই রুগ্ন নিরানন্দ অন্ধকার দেশে
পচা ডোবা মাঝে মাঝে সমুদ্রের উজ্জল আবেশে
কেঁপে ওঠে, নেচে ওঠে, আকাশে যখন ওঠে চাঁদ !
চাঁদ কারা ? লক্ষীছাড়া জীবনের বজ্র আশীর্বাদ
যাদের বর্দ্ধিত বুকে দিয়ে গেছে সূর্যের সংবাদ
ধূসর উষর পথে পথে ! স্বাচ্ছন্দ্যের নির্বিবাদ
জীবনে যাদের এলো মৃত্যুপণ প্রতিজ্ঞার জ্বালা !
এলো নিরাপদ অন্ধ বন্ধ নীড় ভাঙিবার পালা !

এই দেশে, এই চির জাগ্রত রাত্রির মহাদেশে
অবিশ্রান্ত অন্ধকারে আসে তবু শূন্য হ'তে ভেসে
কয়েকটি চাঁদ মুখ—যেন প্রাণ-সূর্যের আয়না !
রেখাহীন একাকার স্তব্ধ রাত্রি নাগাল পায় না

অকস্মাৎ জেগে ওঠা অস্তিত্বের, কত দিকে কত
অভাবিত দ্বীপপুঞ্জ, ঘুমন্ত ঝিমন্ত পদানত
প্রাণের চাঞ্চল্যচিহ্ন স্বপ্নময় আলোর আভাসে!

চাঁদ আসে চাঁদ হাসে সমুদ্রের অগাধ আকাশে।
অমনি সমুদ্র বক্ষে জাগে তীব্র বন্যার আস্বাদ!
জন-সমুদ্রের প্রাণ জোয়ারের জ্বালায় উন্মাদ!

সুবিন্যস্ত সমাজের স্বপ্নে ক্ষুদ্র সুখ বিসর্জন
দিকে দিকে অনাগত প্রলয়ের বীজাণু-বপন,
পরশ পাথর সৃষ্টি! যাদুময় স্পর্শমাত্র সোনা
কুৎসিত লোহার দল! একটি চাঁদের প্রবর্তনা
ধুলায় হাজার চন্দ্র হাসে।

চাঁদ হওয়া ছিল আগে
আকাশে উঠার নাম, এখন সবার পুরোভাগে
জর্জরিত ধূলিতলে নেমে আসা চাঁদের প্রমাণ।
পাতালে নামার পথে গড়ে তারা প্রথম সোপান
আকাশে উঠার স্বপ্ন নিয়ে!

জানি জানি একদিন
অবশ্যই উদ্বেলিত জনতার সমুদ্রে সঙ্গীণ
জাগিবে বিপ্লব বন্যা—চন্দ্রে চন্দ্রে লাগিবে গ্রহণ!
সে-স্বপ্ন সম্বলমাত্র বর্তমানে যারা সারাক্ষণ
জীবন বন্ধক রেখে এক মনে কাজ করে যায়
তারা যদি মণি হয়ে জ্বলে দেশ-দশের মাথায়!

তোমাদের জন্ম হয়, তোমাদের জন্মদিন আসে।
রুপোর চামচ মুখে তোমাদের প্রসন্ন উদয় !
বেশ ভালো জানি তাহা দিনে দিনে হবে স্বর্ণময়,
স্বর্ণমৃগ ভ'রে দেবে রাঙা পথ কস্তুরী সুবাসে।
আমাদের জন্ম নেই, আমাদের জন্মদিন নেই।
জীবন এসেছে শুধু কুমারী মেয়ের ভ্রূণসম,
আমাদের দ্বার-প্রান্তে জন্মহীন মৃত্যু মধুরম,
পিতৃহীন জন্ম হাসে চিহ্নহীন মৃত্যু বরণেই !

আমরা কুমারী-ভ্রূণ ম'রে যাই বিদ্ধ ক্রুশ 'পরে।
জারজ কণ্টকে পুষ্প আছে কিনা আছে কোনোদিন
দেখিবার অবসর হবে কি এ উদ্ভ্রান্ত জীবনে ?
ঝুলে যাই রজ্জুপাশে, খুলে যাই মৃত্যুর পঞ্জরে
সুনির্দিষ্ট জন্মের অর্গল। ক্ষুধাতুর বাক্যক্ষীণ
আশীর্বাদ দেবে বুঝি, আশা কর, জন্মের কুক্ষণে !

সব্যসাচী ভ্রাতৃহত্যা প্রতিশোধ নিতে
রক্তমাংসে দেখা দিল পৃথিবীর অন্যপ্রান্তে এসে
কেমন আশ্চর্য লাগে। ধর্মদীর্ণ এই ধরণীতে
শোষণের যুপকাষ্ঠে কত যে ভ্রাতারা কত দেশে
প্রত্যহ শোণিত ঢালে সে কথা কে মনে ক'রে রাখে!
অনির্বাণ হিংসা তবু লেনিনের অবিস্মৃত বুকে
লালিত হয়েছে যত্নে, তারপর আপন জ্বালাকে
ধীরে ধীরে ঢেলে দিলো বৃহত্তর জ্বালার সম্মুখে।

এক ভ্রাতা লক্ষ হল, এক রক্ত লক্ষ ধমণীতে,
একের পথের দাবী লক্ষ মানুষের সঙ্গ ধরে,
এক প্রতিহিংসা-জ্বালা লক্ষ প্রতিহিংসার ভঙ্গিতে
অকস্মাৎ প্রেম হয়! সেই প্রেম আমাদের ঘরে
অসীম বিশ্বাসে জ্বালি ভারতের বিক্ষুব্ধ রাত্রিতে,
পথ যাতে স্পষ্ট দেখি, আলেয়ায় না ঘুরি প্রান্তরে!

করাতী

দন্ত আছে করাতের, নেইকো উদর।
করাতীর ছোট উদরেরা
পশ্চাতেই করে চলা ফেরা,
করাতে বরাত বাঁধা সারাটা বৎসর!
তারো পিছে বড় উদরেরা
বেঁধেছে কাঠের বহু ডেরা,
ভূমিকম্পে নিরুদ্বিগ্ন অচল অনড়!
সঙ্গীন, কামান, ট্যাঙ্ক, বোমারু বিমান,
তার পিছে খণ্ডকারীদের ঐক্যতান,
তারো পিছে স্বপ্ন আর স্বর্গের উদ্যান,
কাশীরাম দাশ ভনে, শোনে পুণ্যবান।

(২)

করাতীরা! কাঠ চের তোমরা যখন
কর্মক্লান্ত বিমনা বধির,
শোনো কি অবশ কোনো জলকলস্বন
অতীতের নিরুদ্ধ নদীর!
লাবণ্যস্রোতের লীলা কাষ্ঠখণ্ড পরে
উঠেছিল পত্র পুষ্পে জ্বলি',
কত না বসন্ত বন্যা কাণ্ডের অন্তরে
এসেছিল বর্ণ হয়ে গলি'।

করাতীরা ! কাঠ চের তোমরা যখন
পরিশ্রান্ত অন্ধ অসহায়,
দেখো কি সবুজঘন অরণ্যপ্লাবন
গোটা গোটা কাঠের আগায় !
কত বৎসরের কত পদচিহ্ন রেখা
গুণে কি দেখেছ স্তরে স্তরে,
পড়েছ কি ঝড়ঝঞ্ঝা বিদ্যুতের লেখা
আঁকা বাঁকা আঁশের অক্ষরে !

(৩)

অরণ্য ফুরিয়ে গেছে আফ্রিকার সাথে
ধার রাখা চাই তবু করাতের দাঁতে,
বসন্তেরে চিরে চিরে নির্বীর্য আন্দাজে
নিত্য নব ঘর বাঁধা ; অরণ্যসীমাতে
নন্দনবাসীরা সব কিরাতের কাজে
নিমগ্ন ধ্যানস্থ। করাতীর পিপাসা যে
জল-ফল-তরুহীন মরুর আঘাতে
করাত গলিয়ে খায় সাহারার মাঝে।
'হলা পিয়ে সখি' নয়, ইস্পাত-পিপাসা
লেখে কণ্ঠে শতাব্দীর কুঞ্চিত ললাট !
মুখে লেখে দন্ত আর নখরের ভাষা,
তবু সামান্যই আছে চিরিবার কাঠ !
চোখে আঁকে সীজারের স্বপ্নের কুয়াশা,
বধিরের কাছে তাই মিছে নান্দিপাঠ !

(৪)

পিতৃপুরুষ সহজ কথাটা শিখিয়েছেন,
জীবদ্দশায় কিছু চাই জল, কিছু চাই তাজা অক্সিজেন !
আমাদের তাই মেঘ-ধরা আর বায়ু-ভরা কিছু পত্র চাই !
উদ্যান নয়, পল্লবঘন দিগন্ত ছাড়া উপায় নাই !
করাতের ধার কিছু না যাদের রাখিলে নয়
অকুণ্ঠ মনে করো তাহাদেরে জ্যোতির্ময় !
ভূমিকম্পের কবল-এড়ানো মরাকাঠে গড়া তাদের ঘর,
কেবল একটু আগুনের কণা—দীপ্ত প্রবল রূপান্তর !
করাতটা ভেঙে কাস্তে গড়াও এবার যখন জ্বলিবে কাঠ,
করাতের নয় কাস্তের দাঁতে হাসে ফসলের সোনালী মাঠ !

হিসাব নিকাশ

মালিকানা-সর্তে-বাঁধা শহরের সংকীর্ণ সভ্যত'
একটু পিছনে ফেলে চেয়েছিল তৃষ্ণার্ত হৃদয়
বাধামুক্ত প্রকৃতিকে —যেখানে স্বার্থের মলিনতা
পৃথিবীকে আষ্টেপিষ্ঠে বেঁধে বেঁধে করেনিক ক্ষয়।

তারপর রেলে যেতে চোখে এলো মাঠ-ঘাট-বন
বেশুমার গাছপালা নদীনালা ঝোপঝাড় ক্ষেত।
পিছনে শহরে করে হিসাব নিকাশ ততক্ষণ
খাতার পাতায় কিলবিল, স্বার্থপর অভিপ্রেত
সংকীর্ণ গলির গর্ভে ফলপ্রসবের লোভে কাঁপে,
অন্দি-সন্ধি কোনাঘুঁজি ইঞ্চি ইঞ্চি আঁকা, আলো-জ্বালা
জল-ঢালা রাত্রিদিন মাত্রামান মিটারের মাপে,
সত্বাধীকারের সীমা ছক-কাটা টালি হ'তে টালা!

মাইল মাইল পথ উধাও পশ্চাতে! অনাবৃত
সুনীল আকাশ যেন কোনো এক শিশুর আহ্লাদ!
দিগন্তে যে সব গ্রাম সুকোমল সবুজে জড়িত
সেথা যেন ঘুম যায় মানুষেরা! উন্মুক্ত অবাধ
বিশাল মাঠের প্রান্তে শুধু যেন খুসীর স্তব্ধতা!
প্রান্তর সীমানাহীন, অপসৃত দৃশ্য ছেদহীন!

লাবণ্যপ্রবাহ এসে ভেসে ভেসে যায় ! কলস্রোতা
রেলপথে অবিরল হেসে চলে বেহিসেবী দিন।

তবু হায় যে প্রান্তর দিগন্তপারেও নৃত্যপর
তারও পায়ে জরীপের জমকালো অচল শিকল !
আলি দেওয়া ফালি ফালি জমি আর সত্বের স্বাক্ষর !
বিশ্বের কোনো না কোনো কোণে ঠিক আছে অবিচল
প্রত্যেক জমির ন্যায্য অধিকারী ! সযত্নে রক্ষিত
দাখিলা-কবালা-পাট্টা মালিকানা নথি-পত্র সব
ঘরে ঘরে, আদালতে বিদ্যমান ! একান্ত নিভৃত
তৃণাগ্রেও চলে সেই অনন্য দাবীর অনুভব !

হিসাবে রয়েছে বাঁধা লতাপাতা আকাশের নীল !
সৌন্দর্যের মর্ম বিদারিয়া কাঁদে বন্ধনের সুর !
মুক্ত প্রাঙ্গণের লোভে ঘুরি যত ব্রহ্মাণ্ড নিখিল
মনে তত বাড়ে জ্বালা, প্রশ্ন জাগে প্রচুর, প্রচুর !
দৈনন্দিন রাজপথে কত শত উর্বশী-উদয়,
সে কি শুধু বৃন্তহীন ? দিব্যকান্তি নিটোলনধর
ছেলেমেয়ে, সে কি শুধু সুখস্বর্গখসা ? স্বপ্নময়
সফেদ প্রাসাদশ্রেণী সে কি শুধু স্বয়ম্ভু শিখর ?
আকাশকুসুম সে কি শূন্যমূল উর্ধ্বে ভাসমান ?
প্রেমভালবাসা, স্বর্গীয় সম্পদ ? যে যেমন তাঁর
তেমন সম্মান প্রাপ্য ? ইতিমধ্যে যিনি বীর্যবান
বিচক্ষণ, তাঁরি শুধু বসুন্ধরা-ভোগে অধিকার ?

অটলনিটোল ভদ্র মোহময় স্থরের প্রলাপ
যে তন্ত্রীতে গুঞ্জরিত তার একপ্রান্তে প্রাচুর্যের
পাহাড় দণ্ডায়মান, আর অন্যপ্রান্তে অভিশাপ
মহামারী-দুর্ভিক্ষ-মড়ক-যুদ্ধে। চাষী মজুরের
দেশ দিয়ে রৌদ্রোজ্জ্বল রেলওয়ে তার প্রসারিত!
নির্জন উদাস মাঠে সমুদ্রপারের ছায়াভাস।
সুদূরে শহরে গ্রামে কত মৃত কত জীবন্মৃত।
একদিন হবে সব কড়াগণ্ডা হিসাব-নিকাশ!

জিরাফের গলা

নম্রের পল্লব পত্র লতাগুল্ম শেষ,
সপ্ত জাহান্নম জ্বলে অশান্ত জঠরে,
একটু উঁচুতে বহু পত্র সমাবেশ,
মগ্‌ডাল হ'তে শত স্বপ্নসুর ঝরে।
গলাটা বাড়িয়ে দিল ক্ষুধার্ত জিরাফ
উর্ধ্ব শাখাপল্লবের অমৃত আস্বাদে,
সব পাতা ফুরানোর এলে অভিশাপ
জিরাফের গলা যাবে পত্র খোঁজে চাঁদে !

অফুরন্ত পথযাত্রা ফসলের ডাকে,
স্বর্গগামী প্রেম এক ব্যাহত কামনা,
দেশে দেশে ঘরে ঘরে খোরাকপোষাকে
দুর্জয় বিরামহীন চাঁদের সাধনা !
সুধার নিশ্চিত নতি দুরন্ত ক্ষুধাকে,
নরক স্বর্গের দিকে চলে অন্যমনা !

বিষনেত্র

দিনান্তের কর্মশেষে দেহমন অবশ আহত
অসাড় নিস্তেজ ক্লান্ত, দুই চোখ শ্রান্ত—তন্দ্রাতুর !
অথচ এখন রাত্রে কী নিবিড় কেমন মধুর
সে-মহানগরী ! যেন ভুলে যাওয়া চুম্বন আনত
কোনো মুখ একখানি ! হৃৎপিণ্ডের কোমল কম্পন
ধ্বনিতেছে নক্ষত্রের বুকে ! এসেছে আবদ্ধ ঘরে
মুগ্ধ আকাশের আঁখি ! শীর্ণ চৈতন্যের স্রোতে ঝরে
অবসর—শ্রাবণ রাত্রির ঘনশীতল বর্ষণ !

এ পৃথিবী প্রিয়তম, এ জগত এত রসঘন,
তবু কেন আস্বাদনে পর্বত প্রমাণ এত বাধা ?
সহজ সরল এত, চারিদিকে তবু কেন ধাঁধা ?
এত ব্যথা, এত কষ্ট, অবসরবিহীন জীবন ?

তন্দ্রাতুর চোখে যেন আসে ভেসে শাণিত কুটিল
ক্রুদ্ধ একদল আঁখি—লোভাতুর দৃষ্টির অনলে
এমন সুন্দর এই পৃথিবীর সুখ শান্তি জ্বলে ।
তীক্ষ্ণ আঁখি শুষে নেয় আকাশের পাত্রভরা নীল,
মাটির সবুজ শান্তি, দিগন্তের নির্জন মমতা,
নক্ষত্রের গান, মান-অভিমান, বিরতির সুর
আর পেশীর সংকল্প । পথে ঘাটে গম্ভীর স্তব্ধতা ।

এই আঁখি দেখিয়াছি জীবনের প্রতি ধাপে ধাপে,
যতবার ভালোবেসে যাহা কিছু চেয়েছি যখন
ততবার নামিয়াছে রক্ত আঁখি প্রবল শাসন,
সারা অঙ্গ ঝলসিয়া গেছে তার প্রচণ্ড উত্তাপে।

মনে হয় আনারস ফলসম এই বসুন্ধরা!
রসাল মধুর আনারস, তবু দীপ্ত হিরণ্ময়
অবয়ব আস্বাদনে বাধা—যতক্ষণ জেগে রয়
জ্বালা-ভরা চক্ষু তার! সংসার সম্ভোগ-রসে ভরা
অমৃত ভাণ্ডারে তবু বিষকুম্ভ আঁখির শাসন!
উহাদের উৎপাটিতে কতদিন, আর কতক্ষণ?

চাকুরী রাখব, চাকর রব না—লক্ষ গলায় গর্জন,
মজুরে মধ্যবিত্তে সখ্য, সব কাজ আজ বর্জন !
—আজ দৈত্য-বধের সত্য করেছি অর্জন !

আগে, স্বদেশীরা যেতো বিদেশীর জেলে
চুপ থাকতাম আর দেখতাম আমাদের ছেলে
ছন্নছাড়ার দলে না যায়
বেশ মোটামোটা বৃত্তি পায়—
তবু জেগে ছিল মনের গহনে প্রশ্নের পরোয়ানা—
স্বদেশ বড় না সংসার বড়—ইধার যানা কি উধার যানা ?

শ্রমিকের ডাকে কৃষকের ডাকে হাতে হাত দিয়ে যুগ্মপ্রেমে
সে দ্বন্দ্ব আজ রাজপথে গেলো কখন নেমে !

দুলিছে সাগর উঠিছে তুফান,
বুক ভ'রে আজ নিশ্বাস টান্ !
কার তরে দেশ ? দেশের মুক্তি ?
ঝিনুকের বুকে যেমন শুক্তি
তেমনি আমরা দেশের বুকেতে—
আমাদেরি বাঁচা দেশের বাঁচা !
আমাদেরি তরে আয়োজন আজ ভাঙতে খাঁচা !
বাঁচতে গিয়েই ওঠে তাই আজ শিকল ভাঙ্গার আলাপন !
—আজ দৈত্যবধের সত্য করেছি অর্জন !

বাঁচার দাবীতে সব বঞ্চিত কাঁধ মিলায়,
ছাত্র মজুর মধ্যবিত্ত মিছিল যায়,
জ্বালাভরা ঢেউ মিছিলের তালে
জোর হাওয়া লাগে জীবনের পালে,
কারো মনে জাগে শিহরণ কারো মৃত্যু-ক্ষুধার জাগরণ!
—আজ দৈত্যবধের সত্য করেছি অর্জন!

পথে পথে তাই বাহির হয়েছি, হব!
কাঁধে কাঁধে তাই পতাকা লয়েছি, লব!
নতুন লড়াই এবার লড়ছি, লড়ব!
চারিদিকে শত সজ্ঘ গড়ছি, গড়ব?

আমরাই ঐ দৈত্যের মাথা—হাত চোখ নাক কান!
হরতালে তাই বাকী থাকে তার ঘাড় আর গর্দান,
কবন্ধ হয়ে ঘুরে ঘুরে তাই বেচারী কেবল হয়রান!

সাম্রাজ্যের অন্ধ নিয়তি নিস্ফল ক্রোধে জ্বলে,
মরণ কামড় দিয়ে যেতে চায় ছলে বলে কৌশলে!
জাগে মূক-মরা, জাগিছে অন্ধ,
জাগিছে প্রলয়-অশনি ছন্দ,
জাগিছে বাসুকী, ওরে কবন্ধ!
এই হরতালে তারি করতালি আলাপন!
—আজ দৈত্যবধের সত্য করেছি অর্জন!

১৬ই আগস্ট

থেতলানো হৃদয়ের দুর্বহ ভার
দম বন্ধ করে আনে, হে বন্ধু আমার !
ঈদের জা'মাত নয়, জানাজার ভীড়,
কত রক্ত, কত অশ্রু, কত ভগ্ন নীড় !

নিকষ-কালো একটা ঝঞ্ঝা-অন্ধকার—
বেরিয়ে এলো বন্য জানোয়ার,
কোন্ এলাকায় কারা শুনি
সব কিছু ভেঙ্গে চুরে করে মিসমার,
শুনি হঠাৎ কারা কাটে রমণীর স্তন,
কারা রাস্তার মোড়ে মোড়ে
কাটা মুণ্ডু ঝুলায় অগণন ।

অতঃপর দোকান লোটো, লোটো বাজার,
লোটো নিরীহ গৃহস্থ সংসার,
আগুন জ্বালাও, ছুরি বসাও,
ও-পাড়ার শোধ এ-পাড়ায় নাও !

কম্পিত রাত্রি, পাড়ায় পাড়ায় পাহারা,
আতঙ্কিত ধ্বনি, শঙ্কিত না'রা
'জয় হিন্দ', 'আল্লাহো আকবর'—
নিস্তব্ধ রাত্রির বুকে সুতীক্ষ্ণ নখর !

তারপর দিনরাত্রি মিশে যায়
উন্মত্ত মৃত্যুর প্রার্থনায়।
পাড়ায় পাড়ায় রক্তের সীমানা,
প্রত্যেকে অপেক্ষা করে প্রতীক্ষিত হানা।

কেবল সভ্য শ্বেত শ্বাপদেরা
নির্ভয়ে করে চলাফেরা,
মৃদু মৃদু হাসে, গড়ের মাঠে আসে,
মোটর হাঁকায়, ছড়ি ঘুরায়
হাওয়া খায়।

ত্রাণকর্তার দায়িত্ব নিয়ে আসি,
'রেস্কিউ ক্যাম্পে' দাঁড়াই ফের পাশাপাশি,
পরস্পরের হাত থেকে ছিনিয়ে আনতে
পরস্পর বুকে পিঠে মিশি অজান্তে!
অবশেষে শত্রুপুরী হ'তে কোনোমতে
প্রাণ নিয়ে নেমে আসি মিলিটারী রথে,
পশ্চাতে পথপ্রান্তে শূন্য ঘর,
কাঁপি ঝরাপাতা, সম্মুখে ঝড়।

ছিল, মরুভূমিতে 'ওয়েসিস ছিল,
ম্যানহোলের গ্রাস থেকে
তারা অনেককে বাঁচিয়ে দিল।
কিন্তু মিথ্যে কথা রবীন্দ্রনাথ
তুমি এ-দেশে কিছুতেই জন্মাও নি,

তুমি নজরুল এখানে কোনোকালে
বিদ্রোহের পতাকা ওড়াওনি,
ক্ষুদিরাম তুমি ফাঁসির মঞ্চে হাসনি,
দেশবন্ধু মহসীন তোমরা
এ-দেশকে ভালবাসনি।
মানুষের ভয়ে মানুষ তাই পালায়,
ভড় করে হাওড়ায় শিয়ালদায়,
আর লাট সাহেব ঠাট ক'রে
দিল্লী থেকে কলকাতায় আসেন,
কেননা আমাদের তিনি বড্ড ভালবাসেন।

কংগ্রেস নাকি স্বরাজ পায়
নিরুদ্ধ ক্রোধে তাই অনেকে অস্ত্র শানান,
ঈদে না হোক পূজায় দেবো জান কোরবান।

পিছনে মরুভূমি—ক্লান্ত আর্তনাদ,
সামনে মরীচিকা—ক্ষুধিত জেহাদ!

ইতিমধ্যে মিলিটারী ট্রাক,
পুলিস, থানা, জেলখানা,
কোটপ্যান্টের সাহেবীয়ানা,
একমাত্র নিরাপদ ঠিকানা।
সরকারী রাস্তা এবং কেরাণীখানায়
পরস্পরের দিকে আড়চোখে চাই,
সম্ভাষণে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাত উঠাই।

তবু বিনিদ্র রাত্রির ক্লান্ত প্রহরে
ভেসে আসে নভেম্বর···
ছায়া ফেলে ফেব্রুয়ারী···
নৌ বিদ্রোহের গুরু গুরু গর্জন···
·· ২৯শে জুলাই !
নাই নাই মৃত্যু নাই !

ঈদের প্রভাতে তাই
রক্তমাখা হাত তুলে প্রার্থনা জানাই ঃ
রাস্তা আর মনের আবর্জনার ছাপ
রাস্তা আর মনের দুর্গন্ধের পাপ
ঢেকে দাও মুছে দাও !
আবে জমজম পানিতে ধুয়ে
মৃত্যু ডিঙিয়ে যাও !
হিন্দু মুসলিম্ দোস্ত দুশমন
হাত মিলাও আজ বুক মিলাও !

আয়া

সাহেব ফিরিঙ্গীর বাচ্চা কোলে ভারতীয় আয়া
দেখি, আর ভাবি, আহা, কি প্রচণ্ড মায়া !
যতন ক'রে দুধ খাওয়ায়, ঘুম পাড়ায়
প্যারামবুলেটারে ঠেলে বেড়ায়।
শুভ্র কচি ছেলে আর মেয়েদের মুখ
আনমনা মুহূর্তের খসে পড়া মুঠি মুঠি সুখ,
দুই চক্ষু ভ'রে ভ'রে করা যায় পান,
তবু এই স্বর্গেরই অন্যপ্রান্তে থেমে যায় গান,
কত মুকুল ঝরে উন্মাদ উত্তাপে,
কত মহীরুহ প'ড়ে ঝঞ্ঝার প্রচণ্ড দাপে।

এ কার ষড়যন্ত্র ? এ কার চক্রান্ত ?
কে দেবে উত্তর ? কাকে শুধাই ? কে অভ্রান্ত ?
এ কোন আততায়ীর পায়ের দাগ ?
কোথায় পলাশী আর কোথায় জালিয়ানবাগ ?

মূর্খ আয়াদের ছায়ার পাশে
কুটিল কালো মায়ারা উল্লাসে
অভিসন্ধি করে ঘুরে ফিরে
এই ভারতের মহাদানবের সাগর তীরে !

দাঙ্গা কলুষিত এ মহানগরে
রক্তগঙ্গা প্রবাহিত এ মৃত্যুগহ্বরে

মাঝে মাঝে মনে হয় চিনি তারে চিনি তারে যেন!
যার রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না এখনো।

অবশ্য প্রত্যহ প্রভাতে ঘুম ভেঙ্গে উঠি
ব্যাকুল আগ্রহে যখন কাগজ কিনতে ছুটি
তখন অন্য অবস্থা।
নিরীহ ভদ্র সন্তানেরা সম্পাদকের বেশে
এক একটি ছিন্নমস্তা!
নানা রঙে নানা ঢংয়ে নানান কৌশলে
প্রতিদিন মড়াকান্নাচ্ছলে
কী তীব্র বিষ পরিবেশন—
সহজ বুদ্ধির ভাষা সদম্ভে ডুবিয়ে দেয় শ্বাপদ গর্জন।

দেখে শুনে আমারও মনে হয় চুলোয় যাক!
বড় বড় কথা কিছুদিন শিকেয় তোলা থাক!
আমাদের ধাত্রীপান্নারা সাহেবের বাড়ীতে
বাঁদীগিরি করে তো করুক,
জননী জন্মভূমি ঘরের ছেলে ছেড়ে
পরের ছেলের জন্য উদয়াস্ত খাটে খাটুক,
বৃটিশ মিলিটারী পিতা সেজে
চাবুক মারে মারুক,
কুছ পরোয়া নেই!
এসো আমরা পরস্পরের ঘাড় মটকে দেওয়াকেই
স্বাধীনতার লড়াই বলে বড়াই করি,
আর সুযোগ পেলে পেছন থেকে মেরে স'রে পড়ি।

লালমোহন স্মরণে

আজ ৭ই নভেম্বরের উজ্জ্বল সকাল !
এই দিন নবসূর্য ছিঁড়েছিল যুগান্তের কুজ্ঝটিকা জাল !
তাই এমনি দিনেই প্রশ্ন জাগে, লালমোহন !
হিন্দু মুসলিমের মিলিত আন্দোলন
তোমাকে মুক্তি দিয়ে কী ক'রে সুরু করে স্বজন নিধন ?
মুক্তির পথে কারা হানে এই বিস্ফোরণ ?

সেদিন এ-প্রশ্নের প্রবল উত্তর
ফুলঝুরির মত ছড়িয়েছিল দীপ্ত নভেম্বর !
তার আগে দেশে দেশে বিপ্লবী মানুষ
জাতীয়তার নামে ধর্মের নামে উন্মত্ত বেহুঁশ
পরস্পরের বুকে বারম্বার
ঝাঁপিয়ে পড়েছে যেন মত্ত জানোয়ার !
প্রিয়তম পথের সাথীকে হনন করে বলেছে
প্যাক্স বৃটানিকা, প্যাক্স আমেরিকা !
সে বিভৎস চীৎকারে নিভে গেছে
রোঁলা রবীন্দ্রের ক্ষীণকণ্ঠের শিখা।
আজ তারই অন্য সংস্করণ
পাকিস্তান-হিন্দুস্থানের এ মোহ অঞ্জন !
রুশ জনগণ এবং তার বিপ্লবী জাগরণ
লেনিন ষ্টালিনের বাহুতে বাহু দিয়ে ছিঁড়েছিল বন্ধন,

আর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে ডেকে বলেছিল :
'ওঠ, জাগো, উজবেক, খিরগিজ, তাজিক, তুর্কমেনিস্তান !'
সে ডাকে এশিয়ায় কেঁপে উঠেছিল সাম্রাজ্যবাদী শয়তান।
বাঙালী বিহারী মাদ্রাজী পাঞ্জাবী মারাঠী গুজরাটী সিন্ধী পাঠান
সেই ডাকেরই নাম ধরে উঠে আসে সারা ভারতের হিন্দু মুসলমান
...খণ্ড করে অখণ্ড ভারত আর বন্ধ করে খণ্ড পাকিস্তান !
সেই ডাকেরই রণধ্বনি স্ট্রাইক তরঙ্গ শিখরে
জনস্রোতে রক্তস্রোতে শহরে নগরে
সমুদ্রের উপকূলে পর্বতের শিরে
বোম্বাইয়ে কাশ্মীরে
বাঁধভাঙ্গা বন্যাসম বিক্ষুব্ধ উদ্বেল !
দানবের বক্ষশেল
ক্ষুব্ধ বিচলিত
লক্ষ কোটি পদদলিত
বাসুকীর ফণা
তরঙ্গিত ঝড়ের ঝঞ্ঝনা !
ক্রুদ্ধ ভীত শয়তান ইবলিস
তাই দ্রুত শুরু করে সুমধুর শিস্ !
ক্রুদ্ধ অজগরকে শান্ত করার মন্ত্র,
পশ্চাতে প্রস্তুত করে কুটিল কঠিন ষড়যন্ত্র !
তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পূর্ণ হতে না দিয়ে
হিটলারও ঠিক এমনি ঝঞ্ঝাবাহিনী নিয়ে
ঝাঁপিয়ে পড়ার এঁটেছিল মন্ত্রণা,
এখানেও ঠিক তেমনি করে নেমে এলো যন্ত্রণা—
আঘাতের পর আঘাত !

জানি জানি রাত্রির পর প্রভাত।
তবু সমস্ত কথার অন্তরালে একটি হাসি আর একটি মুখ
সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ ব্যথা হয়ে বিদ্ধ করে বুক।
তারপর মিশে যায় সারা ভারতের ব্যাকুল আর্তনাদে,
বড় ছোট মনে হয় নিজেকে কি এক অনির্দেশ অপরাধে!
নভেম্বরের পদধ্বনিতে শুনি, 'চল্, ওরে চল্,
মলিন মুখ ভরে দে হাসিতে, থাক চোখে জল।'
ঐ নভেম্বরের মানবতা
চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছে তো হিটলারী মূঢ়তা!

যে-নেতারা সস্তায় কেল্লাফতে করেছিল,
যে-নেতারা উঠতে বসতে গৃহযুদ্ধের কথা বলেছিল,
যে-নেতারা বিদেশী পরমান্ন গোগ্রাসে গিলেছিল,
তাদের হস্তে আজ রক্তস্নাত পথঘাট ফসলের জমি
আর তাদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে ভেদবমি!
অন্ধ গলির প্রান্ত সীমানায়
গৃহযুদ্ধ সম্পর্কে কখনো হাসে কখনো বুক থাপড়ায়,
বোতলের নিষ্ক্রান্ত দানবকে বোতলে পুরতে চায়!
এত শিক্ষার পর
যে-জনতা বোতলের গণ্ডী বিদীর্ণ করে বেরুবে অতঃপর
সে-জনতা পাকিস্তান আর হিন্দুস্থান
যত কথার কচকচিতে ঝালাপালা কান
সমস্তটা নেতাদের মুখ দিয়ে আস্ত গেলাবে!
এবং লালমোহন! তোমার স্বপ্ন ও সত্যকে একত্রে মেলাবে!

দ্বিতীয় শৈশবে

সারা দিনমান
শুধু হিন্দুমুসলমান আর হিন্দুমুসলমান !
একই কথা বারবার উচ্চারিত হয়—
প্রথম ভাগের যেন বর্ণপরিচয় !
হয়ত অনেক দীর্ঘ আঁকাবাঁকা পথ ঘুরে ঘুরে
ধরেছে কঠিন বাহাত্তুরে !
অথবা কঠিন ক্রূর একদল ধুরন্ধর এসে
নিকট আত্মীয়সম হেসে হেসে কাছে ঘেঁসে ভালোবেসে
পৈতৃক সম্পত্তিটুকু হাতাবার প্রাণান্ত চেষ্টায়
আমাদের ঠেলে দেয় নাবালক দুগ্ধপোষ্য শিশুর কোঠায় !

কিন্তু ওরা কারা যারা প্রায় নিরক্ষর
অথচ সুতীব্র হস্তে মাঠ ঘাট নগর প্রান্তর
মাঝে মাঝে ভরে দেয় সংযুক্ত অক্ষরে
—তে-ভাগায় ট্রামে ও বন্দরে !
ওরা কারা যারা নির্যাতনে নিষ্পেষণে
অজস্র নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতায়
শৈশবের সীমারেখা পার হতে চায় !

রক্ত-সমুদ্রের উপর দিয়ে
বীভৎস বিভেদের প্রাচীর পেরিয়ে
চোখে জল আর মুখে হাসি নিয়ে
বলিষ্ঠ প্রসারিত হাতে
পতাকা নিলাম তুলে যুগান্তের কম্পিত প্রভাতে।
দু'শ বৎসরের দুঃসহ যন্ত্রণা
সে কী শুধু দু'দিনের দুঃস্বপ্নের করুণ ছলনা ?
শাসনের নাগপাশ উদ্ধত সঙ্গীন
ন্যুব্জ দেহে কুব্জ পৃষ্ঠে আমি কী মেনেছি কোনোদিন ?
মানিনি। বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গের জ্বালা
দীর্ণ-বিদীর্ণ অন্ধকারকে করেছে উতালা !
এ অভ্যুদয়
বহুরাত্রির ধ্যানের সঞ্চয় !
ঝড়ো-হাওয়া মূর্চ্ছা গেছে মাঠে ঘাটে নীল ক্ষেতে সিপাহী বিদ্রোহে,
গর্জে-ওঠা কালনাগিনীর গান ডুবে গেছে বেদনার দহে,
ফাঁসি-মঞ্চে থেমে গেছে কত সুরের রেশ,
পথে পথে কারাগারে অগণিত যৌবন নিঃশেষ,
কত স্বপ্ন, কত সংসার, কত সুনির্দিষ্ট আশা
দুর্বার স্রোতের টানে আঁকা-বাঁকা পথের পিপাসা।

কত মেদুর সন্ধ্যা, কত উদাস-মধুর দ্বিপ্রহর,
কত তৃষ্ণার্ত রাত্রির অবসর
একটি উদগ্র ধ্যানে ছিল সংহত,
একটি প্রবল বাসনায় ছিল সংযত!
সেই সব অগণন অনাদ্যন্ত পুঞ্জীভূত
মুহূর্ত ও মানুষের ছায়ামূর্তি ঢাকা
আমার পতাকা!

বিক্ষুব্ধ বুকের মধ্যে চেয়েছিনু রুদ্র জাগরণ,
পতাকার দিকে তাকিয়ে দেখি উষ্ণ রক্তের প্রস্রবণ!
দাঙ্গাবিধ্বস্ত ক্ষত-বিক্ষত দিনগুলি যত
প্রত্যেকটিকে এক এক দাগ তিক্ত ওষুধের মত
অসহ্য বিতৃষ্ণায় করেছি পান,
পীড়িত মস্তিকের কাছে আনন্দের অবসর গান
সেও মনে হয়েছে ঐ ওষুধেরি মাত্র অনুপান!
মানুষের মুখে নাকি ভগবানের ছায়াসঞ্চরণ
মানুষ নাকি নর-নারায়ণ!
তাই দেখি পাড়ায় পাড়ায় বিভক্ত মানুষের মুখে
অর্ধ ভগবান!
অর্ধেক কণ্ঠে ওঠে খণ্ডিত জীবনের তান।
মাঝে মাঝে অদম্য ইচ্ছা হয়—ও পাড়াতে যাই!
দেখি, অপরার্ধ ভগবানকে খুঁজে পাই কি না পাই!
হায় ওরে আল্লার দোয়ায় আর শ্রীহরির কৃপায়
অদৃশ্য সুতোর টানে সারা দেশ রক্তে ভেসে যায়।

পতাকা হাতে মুখে হাসি চোখে জল—
রৌদ্রলাগা জলভরা মেঘ যেন করে টলমল,
ফোটে সপ্তবর্ণ ইন্দ্রধনু
অসহ্য আবেগে কাঁপে প্রাণমনতনু :
'মাগো, আমি ক্ষুদিরাম, ফাঁসি-মঞ্চ হতে দ্রুত
তোমার কোলে এলাম ছুটে !
হিন্দু-মুসলিম দু'টো বাঁদর
মাগো, নিয়ে এলাম বক্ষপুটে !
ওদের জ্বরতপ্ত কপাল দুটোয়
তোমার শীতল হাতটি রাখো !
ওদের রক্তচক্ষু, মাগো, তোমার
চোখের জলে ঢাকো !'

সপ্তবর্ণ রামধনুর প্রান্ত বেয়ে প্রসারিত হস্তে ছুঁয়ে আসি
অজন্তা-আজমীর-দিল্লী-আগ্রা-গয়া-বৃন্দাবন-কাশী
আসমুদ্র হিমাচল শহর নগর বন্দর
মাঠঘাট প্রান্তর
ছুঁয়ে আসি, স্পর্শ করি প্রতিটি ধূলিকণা
ভগ্নস্তূপ ইষ্টকপ্রস্তর
ক্ষেতও খামার —
আহা, এ দেশ আমার এ মাটি আমার !
অবিলম্বে প্রসারিত হস্তে রূঢ় স্পর্শ লাগে,
হায়, এ-বিশাল পুরীতে কারা জাগে ?
ঘরে ঘরে স্থবির নিঃশব্দ অন্ধকার,
দেয়ালে দেয়ালে আঁকা অবসন্ন বেদনার ভার,

আগাছায় উঠান ভরা
কুয়োর ধার পুকুরের পাড় শ্যাওলা-ধরা
প্রাচীন ভাঙা ইমারতে খেলা করে সাপ,
শূন্য গ্রামে লক্ষ্যহীন নিস্তেজ প্রলাপ !
শুধু জাতীয় বিজাতীয় পরভুক পরগাছা
গাছে গাছে দীপ্যমান,
নিরুদ্বেগে করে রসপান।
স্বপ্ন দেখি : আগাছা হয়েছে পরিষ্কার,
শ্যাওলা নিঃশেষ একেবার,
ভাঙা ইমারতে সাপের শেষ,
গানে গুঞ্জরিত গ্রাম দেশ,
পরগাছাদের বংশ শেষ,
এবং আশেপাশে চতুর্দিকে মূর্ত স্বপ্নসাধ
গড়ে উঠেছে অজস্র অপূর্ব প্রাসাদ,
সেই প্রাসাদের চূড়ায় চূড়ায় নীলাঞ্জনমাখা
মৃদুমন্দ বাতাসে কাঁপছে উদ্দাম পতাকা !

বন্যা

জনসমুদ্রে ওঠে তুফান
মরাগাঙে ডাকে বান,
'হিন্দু-মুসলিম এক হও!'
চোখে চোখ বুকে বুক, বন্ধু কথা কও!
'জয় হিন্দ' 'আল্লাহু আকবর'
উদ্দাম বন্যার বেগে ভাঙে ঘরপর!
ভাঙে প্রাচীর, ভাঙে এ-পাড়া ও-পাড়া
ভাঙে শঙ্কিত দৃষ্টির পাহারা!
লরীতে গাড়ীতে রাস্তায় বাড়ীতে আনন্দে উল্লাসে
কম্পিত প্রাণ
গেয়ে ওঠে গান—
হাতে দাও হাত
বন্ধু, রাত্রি প্রভাত!

তারা আজ কোথায় যারা সারা বৎসর
দিবারাত্রি চব্বিশ প্রহর
"রেশিয়ো"র হিসাব করেছে,
এ-পাড়ায় কত হিন্দু এবং ও-পাড়ায় কত মুসলিম মরেছে
তার হিসাব ছিল মশগুল,
কোথায় সেই সব বাতুল
তারা আজ এসে দেখুক—
হিন্দু-মুসলিম একাকার—শুধু জাগে মানুষের মুখ!

ভেড়ার শিঙে নষ্ট হয় হীরকের ধার—
আজ মনুষ্যত্বের ছোঁয়াচে টুকরো টুকরো ছোরাছুরি তরবার,
হয় বোমা-পিস্তল-স্টেনগান,
হয় রক্তাক্ত স্মৃতি আর মান অভিমান।
পুলিশ আর মিলিটারী ঢেকে রাখে সঙ্গীন বন্দুক,
ত্বরিতে লুকায় তার পুরাতন মুখ,
বন্যা বেগে ভেঙ্গে গেল দামোদরের বাঁধ,
ভেসে গেল লাট-বেলাটের পবিত্র প্রাসাদ !

বন্ধু তবু হুঁশিয়ার !
বন্যাবেগ পাহাড়ের সমস্ত গর্তের অন্ধকার
হয়ত করেনি স্পর্শ,
সাপবিছা হয়ত সেখানে করে পরামর্শ !
সুযোগের অপেক্ষায় আছে
অন্ধকারে আচমকা ছোবল মারবে আশে পাশে।
আমিতো দেখেছি বহুবার দু'হাত মিলেছে,
পরক্ষণে অজগর সমস্ত গিলেছে !
তাই আজ সারা ভারতে পতাকা উড়াও,
আলো জ্বালো, ধ্বনি দাও !
রাস্তার মোড়ে শহরে ও গ্রামে
লক্ষ লক্ষ প্রহরী বসাও !
কোটি কোটি চোখ তুলে চাও !
যেখানেই সাপ আর বিচ্ছুকে পাও
গলা টিপে মারো, মারো, মারো !
আর পরস্পরকে বুকে জড়াও
আরো, আরো, আরো !

পার্টিশান

কাটা বাংলার বুকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ওঠে কিনা
অথবা করুণতানে বেজে ওঠে বীণা
তাহারি প্রতীক্ষারত আত্মপরিজন,
সুতীব্র ব্যথায় আজ সর্বাঙ্গ করে টনটন।
একপাশে প্রসারিত বাহু, অন্য দিকে উদ্যত নখর
থরথর কাঁপে গ্রাম শহর নগর—প্রতিটি প্রহর!
মাঝখানে এসে দাঁড়ায় একদল প্রচণ্ড পরমাত্মীয়,
হাতে তাদের ন্যায়ের তুলাদণ্ড—কত দোষে কে কতটা দণ্ডনীয়.
নিরীহ প্রতিবেশীর রক্ত চাই—উদোরপিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে
কী যে দরদ কেঁপে বেড়ায় শকুনির পাশার হাড়ে হাড়ে!
নিঃশব্দ নিবিড় প্রার্থনায় তুলি মাথা—
হে সূর্য! মিলিয়ে দাও বুকের উৎকণ্ঠা আর বিনিদ্র চোখের পাতা!
স্তব্ধ হোক এই হাহাকার—
কুঁড়ির বুক বিদীর্ণ করেই তো পুষ্পের বিস্তার,
স্ফটিকস্তম্ভ ভেঙে আবির্ভূত নৃসিংহ অবতার,
মেঘ ফেটে বেরিয়ে পড়ে ঝলমল রোদ্দুর,
আর বীজের বক্ষ ফেটে বেরিয়ে পড়ে কত না অঙ্কুর!
তেমনি পরমাণু ফাটার আবেগ নিয়ে অপেক্ষা করে
এখানে ওখানে মরুভূমিতে পথে প্রান্তরে
শত সহস্র উদ্গত অঙ্কুর—
সুবিস্তীর্ণ সুশীতল পত্রঢাকা ছত্রছায়া আর কতদূর!

রাজপথ

পথের মোড়ে এসে সামনে পিছনে চাই
কোন দিকে যাই?
অথবা যেমন আছি ঠিক তেমন দাঁড়িয়ে থাকি?
রক্তস্রোত অপমৃত্যু অনাহার একদিন শেষ হবে নাকি!
সুদিনের প্রতীক্ষায়
দিনের পর দিন কেটে যায়,
তারপর দিনও আর কাটে না!
নুন আনতে পান্তা ফুরোয়
শেষে তাও আর জোটে না।

মনে হয়েছিল, চলেছি সামনের দিকে
দুর্ভিক্ষ দাঙ্গা এবং বেকার জীবনের লেখা লিখে লিখে
অকস্মাৎ মনে হয় চলেছি পশ্চাতে,
স্বর্গের সিঁড়ি নয়, পড়ে আছি খাতে!

কতশত প্রতিশ্রুতি এলো আর গেলো, এখনও বহু আসে!
আসে না শুধু স্নিগ্ধ শান্তি চোখের পাতায় আনন্দে বিশ্বাসে।
জীবন ধারণের ঘাতপ্রতিঘাত লাগে হাড়ে হাড়ে!
অভাবে অনটনে কী ভাবে কেমনে মনের মালিন্য শুধু বাড়ে
আর মেজাজ খারাপ হয়!
হঠাৎ কখনো চমকে উঠি—এ আমি তো সে আমি নয়!
মাঝে মাঝে তর্ক করি, করি আস্ফালন,
লোকে জানুক আমি কত বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ!

অথবা ক্ষণকাল মুক্তির আশায়
শেষ সম্বল উজাড় ক'রে প্রবেশ করি সিনেমায়,
হলিউডের মায়ারাজ্য—কী মধুর মার্কিন স্বপন!
এ যেন মেয়েদের বুক এবং ঠ্যাংয়ের এক্সিবিশন!
মন ভুলানোর কুটীল কৌশল!
প্রেক্ষাগৃহের বাইরে এসেই মুছে যায় চোখের কাজল,
ধূসর পথের ছন্দে মেলে না দেহের এ বিকিকিনি!
তারপর কিনব না কিনব না করেও ইভনিং পেপার কিনি,
দেখি, নেতাদের লম্বাচওড়া স্তোকবাক্যের ছটা—
এও যেন হলিউডের এক মায়ারাজ্য—শূন্য কলসের ঘনঘটা!

মাঝে মাঝে তন্ময় হয়ে দেখি আঁকা-বাঁকা অপরূপ পথ—
যুগযুগান্তের অনড়-অচল জগন্নাথের রথ
রক্তপাত আর দীর্ঘশ্বাসের বুক চিরে সুরু করেছে চলতে,
কোথায়? কেন? অন্ধভক্ত সেকথা পারে না বলতে।
মনে হয় দুর্ভিক্ষ মহামারী বন্যায়
কখনো বিদ্রোহে কখনো দাঙ্গায়
রথের চাকা ঘুরছে পাঞ্জাব থেকে বাংলায়,
নৌবিদ্রোহ থেকে তেভাগায়।

দুর্ভিক্ষের অন্তরালে দাঙ্গার আড়ালে
বিশ্বযুদ্ধের ধুম্রজালে
একই হাত কলকাঠি টেপে বারবার, একই মুখ উঁকি মেরে চায়!
শুধু তার অনুচর দালালেরা নানা ঢংয়ে আসে, আর যায়!
তাই ঘন কালো মেঘে জ্বলে ওঠে আলো,
দিগন্তে বজ্রের নির্ঘোষ ছড়ালো,

মূঢ়ম্লানমূক যত পথে পথে এসে পড়ে বিপ্লবী বেশে,
ছোটখাট পথ যত মিশে যায় রাজপথে এসে !

সংশয়ের সুরে তবু বলেছিল দরদী এক বন্ধু সাংবাদিক
'পথ চলার খবর যদি কাগজে না লেখে ঠিক ঠিক ?'
ভয় কি, রক্ত দিয়ে অশ্রু দিয়ে পথের উপর
লেখা হবে অনেক খবর !
পথচারী মানুষেরা ভিড় ক'রে প'ড়ে নেবে তাই,
কে লুকাতে পারে ২৯শে জুলাই ?
কে লুকাল জালিয়ানবাগ ?
কে লুকাবে নৌবিদ্রোহের ডাক ?

রাজপথে উঠে এসে লাগে বহু ঝড়ের ঝাপট,
দস্যুরা প্রবল প্রকট,
তবু বারবার ব্যাকুল শতাব্দী এসে
এই পথে হাতখানি স্পর্শ করে হেসে,
এই পথে হেটে গেছে রক্ত পায়ে মোহনলাল মীরমদন ভাই,
এই পথে প্রাণ নিয়ে প্রাণ দেয় তাঁতিয়া টোপি বোন লক্ষ্মীবাই,
এই পথে তিতুমীর ক্ষুদিরাম করে মৃত্যুপণ,
এই পথে আঁকা আছে হলদিঘাট থার্মোপলি আর ম্যারাথন,
বিজয়ী পতাকা হাতে এইপথে গান গায় রুশ আর মহাচীনে জনগনমন !
এই পরিচিত পথ দেশ দেশান্তরে
প্রসারিত লক্ষ লক্ষ সমুদ্ধত অন্তরে অন্তরে !
এই পথে কল্পিত হাতখানি রেখে
পথচারী মানুষকে ফিরি ডেকে ডেকে !

বুকের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় জ্বালা,
চোখে ভাসে শৈশবের কৈশোরের কত ঘটনা
একে একে,
আর সামনের দিকে চাইলেই দেখতে পাই—
দিকে দিকে বিদ্রোহের তুফান উঠছে,
কত দৃপ্ত মুখ কত দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছবি,
সেই সঙ্গে কেউটের ফণা
অস্থির হয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে ছোবল মারছে,
কুৎসা এবং মিথ্যা রটনার বিষ পড়ছে ঝরে ঝরে,
লাঠি গুলি এবং জেলের মধ্যে বিষের জ্বালা উঠছে
গুমরে গুমরে।

অপলক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে
হিংস্র ঘৃণার বাষ্প বেরিয়ে আসে,
কঠিন হয়ে ওঠে দু'টি ওষ্ঠ,
দাঁতে দাঁত চেপে ধরি,
পারা কি যাবে?
বারেবারে তাকিয়ে দেখি,
প্রায় দক্ষিণমেরু থেকে উত্তরমেরু পর্যন্ত!
পর্যবেক্ষণের জন্য যেন দেশ এবং মানুষ
দু'ভাগ হয়ে লাইন বেঁধে সারি দিয়ে দাঁড়ায়!

আনন্দে আহ্লাদে শোকে বিষাদে
যেন এক একটা লাইনের এক একটা ছন্দ,
যেন এক বিরাট দড়িটানার দ্বন্দ্ব।

আমাদের লাইন এঁকে বেঁকে অরণ্যে পর্বতে
হাসিতে অশ্রুতে নিদারুণ স্পষ্ট,
দেশদেশান্তরে জয়ের বাসনা দিয়ে
দড়িতে টান মেরে হুঙ্কার নিয়ে ওঠে :
আমরা নির্ভীক, আমরা সৈনিক !
আমরা জয়ী হব !
আমাদের সাম্য এবং স্বাধীনতার, শান্তি এবং সংগ্রামের
গান উঠবে আকাশে,
আকাশের চন্দ্রসূর্যতারারা আমাদের দেখে আনন্দে
জ্বলে উঠবে দ্বিগুণ আলোয় !
ভাববে : ওদের পৃথিবীতে আমাদের
যাওয়া আসার সার্থকতা আছে,
কারণ ওরাও এবার মুখে এবং বুকে
জ্বেলেছে অক্ষয় জ্যোতি !
ওরাও এবার ত্রিভুবন আলো করতে দাঁড়িয়েছে।

তোমার দিকে তাকিয়ে আছে সারা দুনিয়ার মানুষ যত,
অনেকে তাকায় বন্ধুর মত, কারো দৃষ্টি শত্রুর মত
কিংকর্তব্যবিমূঢ় কেউ থতমত।

যুদ্ধবিধ্বস্ত তোমার শহরে এবং গ্রামে এবং মাঠে ঘাটে
মানুষ আবার মাটির স্বর্গ গড়ে তুলতে খাটে,
পথে প্রান্তরে আবার ধ্বনিত হয় গান,
দেশদেশান্তের নাড়িতে লাগে সে গানের টান।
গান শুনে বুভুক্ষু জীবনের সকল যন্ত্রণা
একে একে তুলে ধরে লক্ষ লক্ষ ফণা
আকাশে বাতাসে কাঁপে বিপ্লবের অমোঘ ঘোষণা।

কিন্তু যারা ভাঙ্গা জোড়া দিতে অপারগ
যারা জোচ্চোর যারা মিথ্যাবাদী যারা ঠগ
তারা বলে : ওরে মজুর ওরে কৃষক !
তোদের হাসিখুশি দেখিস্ মিলাবে অকস্মাৎ,
মস্কো লেলিনগ্রাড হবে ধুলিসাৎ,
কোথায় থাকবে তখন এত সাধ এত আশা
এত সব ইনকিলাবী ভাষা !
অতএব হে বিশ্ববাসী !
ভুলে যাও দেশে দেশে শ্রমিকের ভালবাসাবাসি,

আর ভুলতে যদি না চাও তো
ভুলিয়ে দেবো বাপের নাম
ডাণ্ডা দিলে ঠাণ্ডা হবে ছোটলোকদের
কাজকাম।

তবু কিছুতেই ভুলতে পারি না তোমাকে !
দিনরাত্রি যেন এক কুহকের ডাকে
ঐ দিকেই মন পড়ে থাকে !
আর কখনও বা গোপনে গোপনে
লাজুক ছেলের মত মনে মনে
চিন্তা আসে বারম্বার
আমেরিকাকে ছাড়িয়ে যেতে
দেরী কত আর !
এমন করে ছাড়াও যাতে সে যেন পঙ্গু, আর তুমি পাহাড় !

যৌবনে যেমন পুরুষ ভোলে না নারীকে এবং নারী পুরুষকে
তেমনি আমি দারিদ্রের অন্ধকারে থেকে
কেমন ক'রে ভুলব তোমাকে ?

জন্মের পরই যেখানে মানুষের জীবন ফুলের মত
পাপড়ি মেলে ফুটতে পারে দিনের পর দিন অবিরত
তাদের কথা ভোলা কী যায় !
বিশেষত যারা থাকে পথের ধূলায়
কীটদষ্ট ফুলের অবস্থায় !

এখানে দৈনন্দিন পথের কাঁটায়
আমাদের চেতনার অংশগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায়,
এখানে জীবিকার কুৎসিত সংগ্রামে
জীবনের রিক্তপাত্র ভরে ওঠে তিক্ত অপমানে,
এখানে জীবনের ছোট বড় সাধ আর আশা
স্নেহ, বন্ধুত্ব, ভালবাসা
ধীরে ধীরে ক্ষয়ে ক্ষয়ে যায়
ক্রমাগত সংকীর্ণ হয়ে আসা জীবন যাত্রায়।

এ জীবনে কী হবে আর যদি না লাগে বিপ্লবের কাজে ?
দধীচির অস্থি হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে যদি না কভু দৈত্যকুলের মাঝে ?

ভাঙা চোরা মানুষের দল
তোমাকে আজ জানায় কেবল
রক্তলোভী মত্ত জানোয়ার যদি স্পর্দ্ধা করে আবার
ফুলের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার
তা'হলে জেনো দেশে দেশান্তরে
ছিন্ন পাঁজরে গড়া ব্যারিকেডের সার
তাকে আগে হতে হবে পার !
পথে প্রান্তরে আকাশে বাতাসে
জ্বালাময় নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে
জ্বলে উঠবে উন্মত্ত আগুন লেলিহান !
অগ্নিগিরি ফেটে পড়া তপ্ত লাভাস্রোতে
বিপ্লবের গান !

‘কেমন আছ’ এ কথা তুমি আমায় প্রায়ই জিজ্ঞাসা করো!
কী আছে উত্তর?
তোমাকে নিয়ে যে আজও বাঁধতে পারলাম না ঘর
তাতেও কি বোঝ না কেমন আছি এ সংসারে?
থাকা-না-থাকা কি আমার কাছে নানা রূপে আসে বারে বারে?
তোমাকে তো বারবার বোঝাতে চেষ্টা করি,
তুমি কতটা বোঝ সেই ভাবনা ভেবে মরি!
আমি তো আর সেই আমি নেই
আমি যেন ছড়িয়ে গেছি চতুর্দিকেই,
যেখানেই মানুষ লড়ে ও মরে
মিছিল করে, ব্যারিকেড গড়ে
মৃত্যুর ফণা দু'হাতে জাপটে ধরে
দুরন্ত ধ্বনি ছড়িয়ে দেয় আকাশে বাতাসে
গুলি খায়, দৌড়ে পালায়
রুখে দাঁড়ায়, রক্তে দেহ ভেসে যায়
সেখানে যেন আমি না থাকলেও আছি!
যেমন তোমার কাছে না থাকলেও থাকি তোমারি কাছাকাছি।

কেমন আছি সে কথা জিজ্ঞাসা ক'রে লাভ কি বল আমাকে?
জিজ্ঞাসা করো না কোলকাতার বৌবাজারের রাস্তাকে!

উত্তর পাবে প্রতিভা-লতিকার রক্তের ডাকে ডাকে!
কেমন আছি জিজ্ঞাসা করো গুলিবিদ্ধ গ্রামের মেয়েদের
যেখানে আঁকা আছে পায়ের চিহ্ন বহুবিধ নর পশুদের!
কেমন আছি জিজ্ঞাসা করো ধর্মঘটি ক্ষুধার্ত সিংহের কাছে,
শ্রমিক যেখানে মৃত্যুর মুখোমুখি বাঁচে!
কেমন আছি জিজ্ঞাসা করো কারাগারের দেয়াল চারখানাকে,
যেখানে আমার অনেক প্রিয়তম সাথী অসীম বুকভরা আশা নিয়ে থাকে!
জিজ্ঞাসা করো ভারতের গ্রামে গ্রামে শহরে নগরে
যেখানে জীবনের কামনা বাসনাগুলো ঝরে আর মরে—
হাটে মাঠে ঘাটে কলে কারখানায়
অফিসে আদালতে স্কুলে কলেজে ফুটপাতের কিনারায়
আমরা ভালো নেই, ভালো নেই, কোথাও আমরা ভালো নেই!
রুক্ষ জীবনের টানে মাঝে মাঝে হারিয়ে ফেলি কথার খেই,
প্রাণ ধারণের তীব্র জ্বালায় আমরা ছটফট করি
অশ্রুহীন বেদনায় প্রতি মুহূর্তে ভাঙ্গি আর গড়ি!
এ অবস্থায় সারাদেশের হৃৎপিণ্ডের কাছাকাছি
যেমন থাকা সম্ভব তেমন আছি!

তবু তোমাকে যে ভালবাসি সে নিতান্ত প্রতিরোধের জ্বালা,
নিষ্পেষিত অস্তিত্বের বুকে মৃত্যুঞ্জয়ী বিদ্রোহের মালা।

যদি তোমার চোখে ঘুম না আসে কোনো রাতে,
যদি তুমি উঠে বসো শূন্য বিছানাতে,
তখন জিজ্ঞাসা ক'রো আকাশের বিনিদ্র নক্ষত্রের কাছে,
তাদের কাছেও আমার কেমন থাকার ইতিহাস আছে!

শান্তি চাই

এ ভারত ক্ষুধাতুর, তবু আজো রৌদ্র ঝলমল!
নববীবনের তৃষ্ণায় কাঁপে আসমুদ্র হিমাচল!
ভোর রাত্রির তরল অন্ধকারে
আশার মত আলো কাঁপে পূর্ব দুয়ারে!
বুকভরা প্রেম কাঁপে অমোঘ বিশ্বাসে!
স্বপ্নের মত তাই আজো আকুল আশ্বাসে
শান্তি চাই সর্বাঙ্গ ভরিয়া!
শান্তি চাই সংসার জুড়িয়া!
শান্তি চাই এ বক্ষের অনল নিভাতে!
শান্তি চাই দুঃস্বপ্ন ভরা চোখের পাতাতে!
কোথা শান্তি? কোথা সুখ? চারিদিকে তরল গরল
সুধার আশায় যেই অঞ্জলি পাতিয়া ধরি, নেমে আসে তীব্র হলাহল!
শান্তি তো দেবে না ওরা,
অশান্তির দৈত্য চারিপাশে!
ওরা চাল ডাল তেল নুন মানুষের তাজা খুন
খেতে ভালোবাসে।
সুন্দর পৃথিবী ওরা চুষে চুষে খায়,
মুষ্টিমেয় উহাদের লোভের ক্ষুধায়
অপরূপ বসুন্ধরা ভেঙ্গে চৌচির!

লক্ষ লক্ষ মানুষ পথের ফকির,
লক্ষ লক্ষ বেকার পাগলের মত
দ্বারে দ্বারে ঘোরে অবিরত!
তবু রাক্ষসের আজো মিটিল না আশা
যতই সংকট আসে যতই সে কাঁপে ত্রাসে
তত তার বেড়ে যায় রক্তের পিপাসা।
বিশ্বটাকে যূপকাষ্ঠে বলি দিতে চায়
অ্যাটম বোমায়।
এই নররাক্ষসের বিরুদ্ধে আবার
তাই আজ দেশে দেশে দুরন্ত গর্জন ওঠে
সারি বেঁধে রুখে দাঁড়াবার।
তাই আজ শান্তির নূতন এক নাম—
শান্তির সংগ্রাম!

সেই শান্তি সংগ্রামের ঢেউ আসে চতুর্দিক থেকে
সোভিয়েট বারে বারে যায় ডেকে ডেকে,
ডেকে যায় পূর্ব ইউরোপ,
ডেকে যায় বিশ্বের অগণন মানুষের অফুরন্ত প্রাণ!
ভোরের পাখীর মত ডেকে যায় দীপ্ত মহাচীন!
ডাক দেয় কমরেড স্টালিন!
যদি থাকে হিম্মত ডাক শুনে দাও তবে সাড়া!
যদি থাকে হিম্মত কসে ধরো হাল,
যদি থাকে হিম্মত ক্ষুব্ধ সমুদ্রে আজ তুলে ধরো পাল!
নাগাসাকি হিরোসিমা দুলিতেছে রক্তের তরঙ্গ উত্তাল

কত দূরে কোথায় কোরিয়া ?
কাছাকাছি জেগে আছে হৃদয় ভরিয়া !
বিক্ষুব্ধ এ জীবনের আশা ভালবাসা
তাহাতে জড়ায়ে গেছে কোরিয়ার কঠিন জিজ্ঞাসা !
কানে এসে লাগে দূর বোমারু গর্জন,
নরনারী শিশুদের মর্মান্তিক করুণ ক্রন্দন ।
হায়রে কোরিয়া !
কত রক্তে ভরা হবে দুনিয়ার তামাম দরিয়া ?
রক্তে রক্তে মুছে যাবে যত আছে শহর ও গ্রাম ?
মানচিত্রে রবে শুধু নাম ?
ঘরবাড়ী কারখানা খাড়া নেই একটিও আজ ?
কোরিয়ার বন্ধু যারা, এই বুঝি তাদের কাজ ?
বোমা ফেলিবার মত সে দেশেতে কিছু বাকী নাই ?
শব্দহীন ভগ্নস্তূপে পড়ে আছে শুধু কিছু শ্মশানের ছাই !

আছে শুধু বীর !
বিদীর্ণ মাটির বক্ষে আছে শুধু অটল প্রাচীর
দেশের সন্তান !
মায়ের মুক্তির তরে সঁপেছে পরাণ—
অগ্নিঝড় ভেদ ক'রে, ভেদ ক'রে অন্ধ ধূম্রজাল
উঠে আসে তারা !
লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে প্রাণ দিয়ে দিতেছে পাহারা !

জননী গো জন্মভূমি !   জন্ম জন্ম ঋণ—
রক্ত দিয়ে অশ্রুদিয়ে এইবার শুধিবার আসিয়াছে দিন ।
যদি দেশ বেঁচে থাকে পূর্ণ হবে শূন্য বক্ষতল,
ফসল ফলিবে মাঠে, তরুশীর্ষে ফল !
রক্ত দিয়ে যদি আজ রক্ত নিতে পারি
তবে পুনঃ প্রিয়তমা নারী
করিবে প্রসব বহু নতুন সন্তান !
শিশুদের কলহাস্যে ভ'রে যাবে শূন্য গোরস্তান'

অজাতশত্রু

পিপাসায় জ্বলে যায় বুক
এই বুকে অসীম পিপাসা !
পিপাসা মিটাতে যত চাই
তত লাগে কঠিন আঘাত,
তত বাড়ে সংঘর্ষের জ্বালা !
যা চাই তা পাই নাকো, বেলা চলে যায়,
তৃষ্ণায় ফাটিয়া যায় ছাতি,
সুন্দর ধ্যানের ছবি বার বার ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায়,
উড়ে যায় ধূলো হয়ে চৈতালী ঘূর্ণীতে।
তাই মম অশান্ত যৌবন,
তাই মম তৃষ্ণার্ত আকাশ
বিদ্রোহ-বিদ্যুৎ বেগে ক্ষুব্ধ কম্পমান :
তাই মম শত্রুতার বিক্ষুব্ধ প্রকাশ !

হায়রে মানুষ ! আশা ছিল শত্রুহীন রব !
জীবনে অজাতশত্রু হওয়া ছিল পরম কামনা,
গুরুজন বারম্বার দিয়েছিল সেই উপদেশ,
বলেছিল সদাশিব হওয়ার গরিমা,
বলেছিল সৌম্যশান্ত জীবনের অপার মহিমা।
উপদেশদাতা সব ডেকে বলেছিল :
দিয়ো না কাহারো মনে ব্যথা,
সাতে-পাঁচে থেকো না কখনো '

বলেছিনু, হে পৃথিবী, হে আমার আকাশের আলো!
চতুর্দিক হ'তে তুমি পরিপূর্ণ বন্ধুত্বের স্বর্ণদীপ জ্বালো!
জীবন ফুটিবে যেন শ্বেতপদ্ম হয়ে
একে একে গন্ধভরা স্তবকের মতো,
মস্তকে পড়িবে ঝরে পৃথিবীর আশীর্বাদ যত
পুষ্পরেণু সম।

তারপর মায়াময় ছায়াময় কৈশোরের শেষে
এসে গেল সংঘর্ষের কাল—
কিয়দংশ মুখোমুখি দেখা হ'ল জীবনের সাথে।
নিষ্ঠুর ঘর্ঘরশব্দ চতুর্দিকে শোনা গেল কিছু,
টানাটানি লেগে গেল জীবনের রথের রজ্জুতে,
দেখা গেল পথে পথে কর্মহীন বেকারের ভীড়,
দুর্ভিক্ষের উলঙ্গ প্রকাশ,
শোনা গেল দাঙ্গারত জনতার বিকট উল্লাস,
বুকফাটা শ্রান্ত দীর্ঘশ্বাস,
দিশাহারা হৃদয়ের সুর,
নিস্তব্ধ শ্মশানতলে শৃগালের কুকুরের ডাক,
কাড়াকাড়ি মারামারি কলহ-চিৎকার,
দন্তে দন্তে প্রবল ঘর্ষণ,
যুদ্ধের হুঙ্কার,
জীবন আকাশ ব্যাপ্ত অশান্তির টলমল পুঞ্জিভূত মেঘ!

সেদিন অজাতশত্রু মরে গেল বেদনার ভারে,
কালাপাহাড়ের মত উঠে এলো নতুন জীবন,
ক্ষমাহীন শত্রুতার সূচনা সেদিন!

হায়রে বুঝিনি তবু শত্রুর চরম চতুরতা,
ভণ্ড ছদ্মবেশ,
তখনো বুঝিনি, হায়, নানাভাবে বন্ধুবেশী শত্রুদের সাথে
বারম্বার হবে পরিচয়,
সে সংঘর্ষ এড়ানো কঠিন !
তখনো বুঝিনি, হায়, কালপাহাড়ের বেশে এলো যে যৌবন
সে তখনো বাঁধা আছে কৈশোরের নাড়িতে নাড়িতে,
ক্ষোভের তিক্ততা মাঝে, ব্যর্থতার চেতনার জালে।

বিপ্লব-কামনা তলে তাই তার একদিকে স্বপ্নের জড়িমা,
অন্যদিকে একটানা মনের আবেগে
সব কিছু ভাঙ্গার গরিমা !
যে বীণাযন্ত্রটি তার হাতে
নাম তার একতারা !
অবোধ পাগল তুই জীবনের বিচিত্র রাগিনী
কি করে বাজাবি ঐ একতারা দিয়ে ?
বিপ্লবের সঙ্গীত জটিল—
কঠিন স্বার্থের খেলা, শত নাগপাশ,
রকমারি চাতুরীর বিবিধ প্রয়াস,
স্নেহে প্রেমে জীবনে সংসারে
মর্মে মর্মে রন্ধ্রে রন্ধ্রে নিত্য নব সুর,
বিচিত্র সংঘাত,
কী ক'রে বাজাবি তুই একতারা দিয়ে ?
কোথা তোর বহুসুরে সুরসাধা বাঁশী ?
আয়োজন কোথা অর্কেষ্ট্রার ?

কি ক'রে ভুলিলি তুই নিজ জননীকে ?
কি ক'রে ভুলিলি তুই শৃঙ্খলের বেদনা-ঝঙ্কার ?
দেখিলি না জননীকে বিদেশীর হাতে
কাহারা বিকিয়ে দিল কুলটার মত ?
দেখিলি না কারা আজ জননীর দেহ বেচে খায় ?
সাগর পারের কা'রা দেখিলি না জননীর সর্বাঙ্গ ভরিয়া
রেখে যায় ক্লেদের আস্বাদ
অহিংসার কীর্তনের সাথে ?
উচ্ছিষ্ট ভোগের পাত্রে বারম্বার লাথি মারে জোরে,
জননী প্রসব করে জারজ সন্তান
দাঙ্গা আর দুর্ভিক্ষের !
অন্নহীন বস্ত্রহীন পথে পথে ঘোরে
ঘুঁটে কুড়োনির বেশে !
কুষ্ঠ হয়ে সারা অঙ্গ তার
পচে পচে খসে খসে পড়ে !
ওরে তুই মাতৃকুলে কুলাঙ্গার !
আপনার জননীকে যে পারে ভুলিতে
কেন সে হবে না কুলাঙ্গার ?

হায় ওরে ! নাবালক উৎসাহের দুর্দান্ত আগ্রহে
বহু বন্ধু শত্রু হল, শত্রু হাসে বসে মিটিমিটি,
বন্ধুর খোলস পরে সরিসৃপ বিষ ঢেলে যায়,
কুটিল চক্রান্তে আর বালখিল্য ভুলের ফসলে
ডুবে যায় ক্ষুধাতুর পৃথিবীর নিস্ফল মিনতি।
সুখ এনে দেবে তাহা বলেছিল কেবা ?

শান্তি দেবে বলেছিল কা'রা ?
বিপ্লবের স্বাদ দেবে বলেছিল কোন সে বিদ্রোহী ?
ক্ষুধার ক্রন্দন হ'তে মুক্তি দিয়ে কাকলি-সঙ্গীতে
প্রাণের প্রাঙ্গণতল ভ'রে দেবে, সে মহাবারতা
দিয়েছিল কা'রা ?
কোন দুঃসাহসে ?
কেবা বন্ধু ? আর কেবা মায়াবী রাক্ষসী ?

ভুলের দুরন্ত ক্ষোভে যারা জাগো বিনিদ্র রজনী
তাদের কপালে রাখি ক্ষণকাল তরে
একটি শীতল হস্ত !
ক্ষণেক আঁকিয়া দিই জ্বালাভরা চোখে
ছায়াঘন মেঘের অঞ্জন !

কেহ স্থির কেহ ধীর কাহারো বা কাতর নয়ন,
কেহ বা পণ্ডিতী চালে ঘুরে ফিরে চলে,
কেহ করে দলাদলি, কেহ দাপাদাপি, আর কেহ শুধু থাপড়ায় বুক,
পুরাতন ঝাল ঝাড়ে কেহ,
সন্দেহের ধূম্রজাল ছড়ায় কেহবা।
শত্রু হাসে অন্তরীক্ষে, হাসে বসে অন্দরে বাহিরে—
ক্ষুধাতুর ভারতের অশান্তির জ্বালা
কাল বৈশাখীর মত ঘন হ'তে গিয়ে
বারম্বার ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায়।
জননী গো ! মূর্চ্ছা ভেঙ্গে জাগো !
দলিতা ভুজঙ্গীসম ফণা তুলে ধরো,
আক্রোশে গর্জিয়া ওঠো দুরন্ত নাগিনী !

বাসুকির লক্ষফণা ! নাড়া দাও বসুধাকে বিষের দহনে !
আদি কাল হ'তে তব বক্ষে জ'মে আছে
যত কিছু শক্তি আরাধনা
যত কিছু সুন্দরের ধ্যান
যত কিছু সত্যের সাধনা
সব নিয়ে জেগে ওঠো, জননী গো, ক্রুদ্ধ ভয়ঙ্করী !
বিশ্বের প্রলয় ছন্দে যোগ দিতে আর কত দেরী ?

দিন যায়, যায় দিন—ছন্দোহীন কেটে যায় দিন,
তর্কের ধূলিতে ভরে পথ,
কি চাই কাহারে চাই কেন এত তীক্ষ্ম সুরে সুর বেঁধে
পথে পথে চলা ?
কে শত্রু কাহারা শত্রু কেন শত্রু
কেন এত বজ্র কঠোরতা ?
সে উদ্দাম কিশোর কোথায় ?
কোথা সেই স্বপ্ন ভারাতুর ?
কোথা সেই ফুলের পাগল ?
কোথা সেই আকুল ভ্রমরা ?

হে অজাতশত্রু ! তুমি এইবার মরে যাবে জানি
মরো, তুমি মরো !
কঠোরে-কোমলে-মেশা হে যৌবন মম
এবার পতাকা তুলে ধরো !
আজ তবে দূর হোক ভালোবাসিবার অক্ষমতা !
মনে মনে জেগে ওঠো দুরন্ত শত্রুতা !

মস্তিষ্কে জ্বলিয়া ওঠো বিজ্ঞানের আলো,
মেরুদণ্ড সোজা হোক তবে !
এ তুফান দিতে হবে পাড়ি।
সেই সাথে নেমে এসো দু'নয়ন ভরে
কৈশোরের স্বপ্ন বিহ্বলতা !
নেমে এসো ওগো উদারতা !
নেমে এসো সহজ বন্ধুতা !
নেমে এসো অকপট হৃদয়ের ভাষা !
সুরু হোক নতুন কৈশোর
মহত্তর বৃহত্তর যৌবনের মাঝে !

এবার মিলায়ে যাবো আমিত্বের অন্ধকার হ'তে,
এবার মিলায়ে যাবো চাঁদ আর সমুদ্রের মত,
এবার মিলায়ে যাবো উদ্দাম পতাকাবাহী বেশে
লক্ষকোটি প্রাণে,
এবার মিলায়ে যাবো বুকে বুক দিয়ে
শৃঙ্খল ভাঙ্গার জয়গানে !
এবার মিলায়ে যাবো নিদারুণ শত্রুতার পথে
শত্রুহীন মহা ভবিষ্যৎ !
এবার মিলায়ে যাবো বজ্রের গর্জনে
মেঘের মল্লার !

চারা

ভদ্দর লোকের ভালো ছেলে
আদর্শের নৌকো ঠেলে ঠেলে
মাঝে মাঝে হয়ে পড়ে ক্লান্ত,
তবু সে-দেশের দিকপ্রান্ত
পড়ে না নজরে,
সে-দেশ যে কত দূরে কে বলিবে হাত দিয়ে বুকের উপরে ?
তবে আর কেন এত একমনে তরীখানি বাওয়া ?
তার চেয়ে বসে বসে খাওয়া যাক হাওয়া !
এত খাটাখাটি আর এত ফাটাফাটি আর এত রক্ত জল,
জীবনে তবু কি তার দেখে যাওয়া যাবে কোনো পাকাপোক্ত ফল !

গ্রামের প্রবাদ পড়ে মনে—
তালগাছ যে লাগায় সে এ-জীবনে
ফল খেয়ে পারে না মরিতে !
তবুও ক্ষেতের প্রান্তে তাল চারা পুঁতিতে পুঁতিতে
একজন চাষী ভাই বলেছিল হেসে,
'আমি না খাই খাবে আমার নাতিপুতি এসে !'

বলিলাম, 'মজুরের বাচ্চা এক নাম তার কমরেড স্টালিন,
নিজ হস্তে বহুকষ্টে তাল চারা লাগিয়েছে বহু রাত্রিদিন,

সেই বুড়ো আজকাল
গাছ থেকে পেড়ে খায় পাকা পাকা তাল !'
কথা শুনে চাষী ভাই বলে বেশ হেসে এক গাল,
'তা' হলে তো আরো ভালো, হবেই তো, এ যে কলিকাল !'

কথা শুনে কারো কারো লাল হ'ল কান,
তাল বেতালের মর্ম বুঝে দেখ যে জান সন্ধান !

আমাদের অভাবের দরিদ্র সংসারে
উত্যক্ত মায়ের মুখে নিত্য বারেবারে
কত ভাবে সেই এক কথা শুনিয়াছি—
'মরে গেলে বাঁচি'
শুধায়েছি, 'এক কথা তুমি কেন বল বারবার?'
—'ঝামেলা পোহাতে আমি পারিনেক আর।'

ঘরে বসে আছে এক আইবুড়ো বোন,
কখন বিদায় হবে, জানিনা কখন!
একা মনে নিরালায় তপ্ত নয়নের জলে ভাসি'
কতবার বলে ওঠে, 'মরে গেলে বাঁচি।'
শুধায়েছি, 'নারীজন্মে ওরে তুই দিসনে ধিকার!'
—'তবে কেন চারিদিকে এত মুখ ভার!'

ভ্রাতা যায় প্রতিদিন কর্মের সন্ধানে
প্রতিদিন দুঃসংবাদ ঘরে বয়ে আনে,
ভগ্ন নিরুৎসাহে কভু একা মনে ওঠে সে উচ্ছাসি'
'মরে গেলে বাঁচি।'
শুধায়েছি, 'এতটুকু লজ্জা নেই মনে?'
—'জগতে জন্মেছিলাম হায় কী কুক্ষণে!'

বৃদ্ধ পিতা ঘরে ফিরে কেবল হাঁফায়,
হৃৎপিণ্ড জরজর সংসারের কঠিন যাঁতায়,
খকখক একটানা উঠে আসে কাশি,
কখনো গর্জিয়া ওঠে, 'হায় ওরে, মরে গেলে বাঁচি।'
শুধায়েছি, 'কিবা সুখ পাও তুমি বারবার বলে এক কথা?'
নিরুত্তর ঘরে নামে বিষণ্ণ স্তব্ধতা।

শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে, অভাবের নিত্য আরাধনা,
কোথা গেলে শান্তি পাব? মিটিবে যন্ত্রণা?
গ্রামে যাই, শুনি সেই ক্ষুধিত জর্জর
কৃষক মেয়ের কণ্ঠে ক্লান্ত আর্ত স্বর
মরে গেলে বাঁচি।
শহরে নগরে যাই, শুনি সেই শ্রান্ত হতমান
মধ্যবিত্ত কেরাণীর মজুরের অবসন্ন মুহূর্তের গান
মরে গেলে বাঁচি।
মনে হয়, ব্যাপ্ত করি যেন সারা ভারতের আকাশ বাতাস
উঠিতেছে অবিরত এক দীর্ঘশ্বাস
ধূমায়িত কুণ্ডলীর মত—
মরে গেলে বাঁচি।

সহে না সহে না আর জীবনের ভার
মরে গেলে বাঁচি তাই বলে বারম্বার,
অন্তরের এ যে এক ক্ষুব্ধ অভিমান,
ব্যথাহত জীবনের সান্ত্বনার গান!

মরিতে চাহে নি তারা কেউ!
কূল উপকূলে তাই গর্জে ওঠে ফুঁসে ওঠে জীবনের ঢেউ!

দেখিছ না বাঁচিবার আকুলিবিকুলি দিয়ে ঠাসা
জলমগ্ন নিমজ্জিত জীবনের বাতাসের আকণ্ঠ পিপাসা ?
অন্ন নেই, তবু খায় খুঁটে খুঁটে,
প্রাণ নেই, তবু বাঁচে ধুঁকে ধুঁকে,
বাঁচিবার অসীম তিয়াসা !
যুদ্ধ গেল দাঙ্গা গেল
মাথার উপর দিয়ে গেল বহু ঝড় ও বাদল
অকূল পাথারে ভেসে তৃণখণ্ড করেছে সম্বল।
যতক্ষণ শ্বাস,
ততক্ষণ আশ !

এ বাঁচা তো বাঁচা নয়. এঁটোপাতা চাটা !
মাটিতে উপুড় হয়ে বুক দিয়ে হাঁটা !
ফুসফুস ফেটে ঝরে খুন,
তিলে তিলে দগ্ধে মারে তুষের আগুন ।

কী হবে দুঃখের কথা বলে ?
পিতা, মাতা, ভাই, বোন, আত্মীয় স্বজন
সবাকার জর্জরিত মন—
কার কথা কে শোনে কখন ?

তার চেয়ে ধনুকে টঙ্কার দাও. হে রুদ্র পথিক !
মেঘ যদি জমিয়াছে কোথা তবে বিদ্যুৎ ঝিলিক ?
কোথা সেই যাত্রী, আর কোথা সেই তরী
তুফানে ভাসিয়া বলে, 'বাঁচিবার তরে আজ মৃত্যুপণ করি ?'

শান্তি কাব্য

আমাকে শান্তির কাব্য লিখিতে জানাও অনুরোধ,
যুদ্ধের বিরুদ্ধে চাও বারবার কলমের দৃপ্ত প্রতিরোধ ?
কেন তুমি শান্তি কাব্য চাও !
জীবনযুদ্ধের মধ্যে এত শান্তি খুঁজিয়া বেড়াও !
হোমার্ লিখিয়া গেছে যুদ্ধ কাব্য তাও কি জান না ?
ইলিয়ড ওডেসীতে কিসের বর্ণনা ?
মহাভারতের গাথা র'চে তোলে ঋষি বেদব্যাস,
ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের বিন্যাস,
বাল্মিকীর রামায়ণ তারো মধ্যে বাজে সেই যুদ্ধের দামামা,
যুদ্ধের ফিরিস্তি দিয়ে ফির্‌দৌসি রচে তার কাব্য শাহানামা,
বাঙলার মহাকাব্য মেঘনাদ-বধ
তাতে কি রয়েছে লেখা শান্তির সনদ ?
তবে কেন শান্তি কাব্য করিব রচনা ?
এত সব মহাকবি মহাকাব্যে দিয়ে গেল কিসের মন্ত্রণা ?
যুদ্ধে যুদ্ধে পৃথিবীর মাটি হ'ল লাল,
সেই লাল রক্তে কাব্য লেখে মহাকাল,
কঙ্কাল আকীর্ণ ধরা, ঝরাফুলে ভরে বনতল,
সঙ্গোপনে মহাকবি মোছে রক্ত, মোছে অশ্রুজল !

যুদ্ধ শেষে শান্তিপর্ব কিছুদিন থাকে
শান্তিবীণা বেজে ওঠে রক্তের নদীর বাঁকে বাঁকে ।

তারপর শোনা যায় সীজারের ক্ষুরধার দন্তের ঘর্ষণ,
আলেকজাণ্ডার করে পর্বত লঙ্ঘন,
বাহিরায় চেঙ্গীসের সুতীক্ষ্ণ নখর,
তৈমুরের অসি এসে ছিঁড়ে ফেলে শহর নগর,
উদ্দাম ঝঞ্ঝার বেগে ছুটে চলে নাদিরের দল,
ক্লাইভের পদতলে পলাশীর মাঠে সূর্য যায় অস্তাচল !
লোলজিহ্ব অন্ধকার ছুটে আসে হিটলার, আসে মুসোলিনি !
এই ধরণীর হাটে রক্তে রক্তে চলে বিকিকিনি !

ললাটে হানিয়া কর বিধাতা পাঠায় শান্তিদূত
সুসমাচারের বার্তা আসে কত অদ্ভুত, অদ্ভুত !
যিশু এসে বলে শান্তি চাই,
বুদ্ধ বলে অহিংসা ও শান্তি ছাড়া জীবে মুক্তি নাই,
শান্তিবারি ছিটায় ঋষিরা,
শান্তি, শান্তি, শান্তি !
শান্তির বারতা নিয়ে ঝাণ্ডা এসে নামে ইসলামের,
অগ্নির বিরুদ্ধে ব্যথা জাগে পতঙ্গের !

তারপর নানাভক্ত নানা শান্তি এঁটে এঁটে বুকে
ভিজা বিড়ালের বেশে পরম কৌতুকে
শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে যুদ্ধের কামানগুলো দাগে,
নূনের ছিটের মত কাটা ঘায়ে শান্তি এসে লাগে !

ওগো ধর্ম পুরোহিত ! শান্তি বাক্যে কান ঝালাপালা
এ জগৎ এ জীবন তোমাদের ক্ষণিকের শুধু পান্থশালা,
দু'দিনের হাসিকান্না, সুখ দুঃখ যত
সে তো শুধু ভোজবাজী স্বপনের মত,

তারপর তোমাদের স্বর্গ সুরু, সুরু এক অনন্ত জীবন,
সীমাহীন সুখ আর অবিরাম শান্তি আর অক্ষয় যৌবন.
স্বর্গধামে যদি এত শান্তি জেগে রয়,
স্বর্গের অমৃত লাগি যদি এত আকুল হৃদয়
মাটির শরীর এই ছিন্নকন্থা ফেলে যাও পথের ধূলায়
পৃথিবীর শান্তি আর অশান্তিতে তোমাদের কিবা এসে যায়
বিশেষত ভোগ-উপভোগ যদি চলে মাত্রাভেদে
পরম বৈষ্ণব সেজে তুড়ি মেরে বলা যায় রাধে, রাধে, রাধে !

কি হবে তাদের, বল, পরকালে রেখেও বিশ্বাস
যারা বাঁচে মৃতপ্রায়, তবুও চাহে না স্বর্গবাস ?
দু'মুঠো অন্নের তরে যারা নিত্য ঘোরে যাযাবর
পৃথিবীর পথে পথে যুগযুগান্তর
তবুও আঁকড়ি থাকে ধরণীর তুচ্ছ ধূলিকণা.
কী হবে তাদের, কেন বলিতে পার না ?
তারা তো চেয়েছে এই ক্ষণিকের আলো,
দু'বাহু বাড়ায়ে এই পৃথিবীকে বাসিয়াছে ভালো,
তারা তো চেয়েছে এই সুধা-বিষে-মেশা
জীবনের আরক্তিম নেশা।
ধূলায় বসিয়া তারা গড়িতে চেয়েছে স্বর্গধাম !
বুক ভ'রে চাহিয়াছে সুখ আর শান্তি আর প্রচুর বিশ্রাম।
বিশ্বকর্মা গড়িতে চেয়েছে এক নূতন জগৎ !
নিউটন খুঁজিয়াছে সেই বিশ্বরহস্যের পথ !
পাতালের বুক চিরে আকাশের ভাঙিয়া পঞ্জর
ঈথার্ তরঙ্গভঙ্গে যন্ত্রের ঘর্ঘর !

বিদ্যুৎ পায়ের তলে গড়াগড়ি খায়!
মৃত্যুর ঘোমটা খুলে জীবনের বধূটীকে দেখিবারে চায়!

মাটিতে স্বর্গের স্বপ্ন তবু টুটে যায়
কালের সমুদ্রকূলে রক্তের বন্যায়!
যত আলো তত অন্ধকার,
যত মুক্তি তত বন্ধ দ্বার,
কোথা পথ? পথ কোথা? এ দুঃখ রাত্রির অবসান
কে আনিবে, কে সে মহাপ্রাণ?
বিক্ষুব্ধ তরঙ্গভঙ্গ, মত্ত ঝঞ্ঝা, বিদ্যুৎ বিদীর্ণ মহাকাশ
তরী কি ডুবিয়া যাবে কূলে এসে, মুছে যাবে শতাব্দীর সমস্ত প্রয়াস?

সেই দিন অতলান্ত অন্ধকারে রাশিয়ায় এসেছিল কমরেড লেনিন
রাত্রি শেষে এসেছিল দিন,
পরকালে করেনি বিশ্বাস
ছিঁড়েছিল দুইহাতে নরকের ফাঁস
ইহকালে এনেছিল স্বর্গের আশ্বাস।

পৃথিবীর এককোণে সেইদিন থেকে এক স্বর্গ গড়ে ওঠে,
গ'ড়ে ওঠে বুকেবুকে প্রিয়তমা প্রেয়সীর ঠোঁটে,
আকাশ ভরিয়া ওঠে গানে
ফুলের গন্ধের মত শান্তির আঘ্রাণে
ব্যাকুল বাতাস,
অমৃতের পুত্র যারা
ধূলিশয্যা ছেড়ে তারা
ফেলে দীর্ঘ শান্তির নিঃশ্বাস।

অতন্দ্র নয়নে তারা রক্ষা করে ভূস্বর্গের দ্বার !
আগুন রক্তের মাঝে বেদনার সিন্ধুতীরে ষ্টালিনগ্রাডে পরিচয় যার !
বুক দিয়ে ঠেলে ফেলে নারকীয় কীটের মন্ত্রণা !
মাটির স্বর্গের কাছে কুঁকড়ে গেল নরক যন্ত্রণা !
পাষাণের ভার ঠেলে দিকে দিকে বেড়ে চলে ক্রমাগত স্বর্গের পরিধি !
পৃথিবীতে শান্তি-স্বর্গ গড়ে তোলে এ পৃথিবীর যারা প্রতিনিধি !

সে শান্তি ভাঙ্গার তরে হাত যদি বাড়ায় ট্রুম্যান ?
ক্ষমা নেই তার !
সে শান্তি ভাঙ্গার তরে চক্রান্ত করে যদি ছদ্মবেশী ভদ্র শয়তান ?
ক্ষমা নেই তার !
সে শান্তি ভাঙ্গার তরে আসে যদি স্বয়ং ভগবান ?
ক্ষমা নেই তার !

ঋষি কবি বাল্মিকী সহসা জড়ায়ে ধরে হাত
কানে কানে বলে অকস্মাৎ :
"আমরা শান্তির কাব্য লিখিতে পারিনি, ছিল অন্ধকার নিশা !
ব্যাকুল রোদনভরা সীতার বিরহ, তবু মেলেনিকো দিশা !
বসুন্ধরা দ্বিধা হ'ল, শান্তি নামিল না তবু, বেদনায় এ বক্ষ চৌচির,
শান্তির বারতা এসে সেদিন তো পৃথিবীকে করেনি অস্থির।

"ভুলোনা ভুলোনা তবু এ ভারতে কাব্যের সূচনা !
মনে কি পড়ে না তব ক্রৌঞ্চের বিরহ-দুঃখে বাল্মিকীর আকুল যন্ত্রণা ?
আমার হৃদয় সে তো সহেনিকো ঘাতকের পাপ !
ব্যাধের বিরুদ্ধে তাই জেগেছিল ছন্দের উত্তাপ,
কাব্য নিয়েছিল জন্ম দিতে অভিশাপ !

বাল্মিকীর অভিশাপে সে ব্যাধ মরেনি আজো হায়!
বিষাক্ত শায়ক দিয়ে আজো সে যে পৃথিবীর বক্ষ বিঁধে যায়,
সে ব্যাধ ঘুরিয়া ফেরে মালয়ের অরণ্যের তলে,
সে ব্যাধের তীর-বিদ্ধ কোরিয়ার সারাবুক জ্বলে,
সে ব্যাধের তীর লেগে জননীর স্নেহ আর ভগিনীর আশা
মিলন উন্মুখ যত প্রেমিকের তপ্ত ভালোবাসা
মাটিতে আছাড়ি পড়ে ডানা-ভাঙা পথের ধূলায়,
এক ক্রৌঞ্চ শত ক্রৌঞ্চে পাখা ঝাপটায়।
ব্যাধের বিরুদ্ধে তাই আবিশ্ব সংগ্রামে
তোমাদের পার্শ্বে এসে বাল্মিকীও নামে!
বাল্মিকীর ক্রৌঞ্চ আজ শতলক্ষ পারাবত বেশে
শান্তি-বাণী বুকে ল'য়ে ওড়ে দেশে দেশে।
কাব্য লেখ, কাব্য লেখ, হে তরুণ কবি!
বাল্মিকী পারেনি যাহা আজ তুমি আঁক সেই ছবি,
বাল্মিকীর চেয়ে তুমি বড় কবি, বড় তব যুগ, আর যুগের বিধাতা!
যে ছিল সবার নীচে সবার উপরে সে যে তুলিতেছে মাথা।
বাল্মিকীও মাথা তোলে বিস্মৃতির তল হ'তে, পূর্ণ মনস্কাম!
মিশে যাক বাল্মিকীর কাব্য আর তোমাদের শান্তির সংগ্রাম।"